বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৭-২০১৮

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

[গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর : ২০১৬-২০১৭

গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃ: নম্বর
১.	মুখবন্ধ	-
২.	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৭
	অডিটের সুপারিশ	৭
৩.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-৩৬
৪.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৬
৫.	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্টসমূহ	দ্বিতীয় খন্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে/ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ২২টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ২৯/১১/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৪/০৩/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
০১	ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (CCGP) কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে পূর্বেই ৪০.৬৯% Variation বাবদ অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ব্যয়।	৫,০৯,৫৬,৯৯৩	১১
০২	নন-টেন্ডার আইটেমে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	২,৭৯,৯১,৪০৪	১২
০৩	উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ ৫ টি লটে বিভক্ত করে আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে দরপত্র অনুমোদন।	৫৭,৬৩,৬৩,৭২৯	১৩
০৪	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও চুক্তির শর্ত মোতাবেক জরিমানা কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৪,৮৬,৬৫,০০২	১৪-১৫
০৫	একটি মাত্র Responsive ঠিকাদার হওয়া সত্ত্বেও Re-tender না করে কার্যাদেশ প্রদান এবং একই সময়ে একই জাতীয় কাজে ২৮.৫৭% ও ৭.৮৯% নিম্ন দরে দর অনুমোদন।	৩৫,০৭,০৮,৭০৮	১৬
০৬	দীর্ঘ দিন হতে বকেয়া ভাড়া আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,২২,২০,৫৮৩	১৭
০৭	দীর্ঘদিন পূর্বে গ্রহণকৃত অস্থায়ী অগ্রিমের টাকা অসমন্বিত।	৩৪৯,০৫,৮৫,২০১	১৮
০৮	যথাসময়ে ইমারত নির্মাণ না করায় জরিমানা আদায় করা হয়নি।	৪,২৫,২৫,০০০	১৯
০৯	বরাদ্দকৃত প্লটের মূল্য পরিশোধ, লিজ দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি না করে অননুমোদিতভাবে বহুতল ভবন নির্মাণের পরও রাজউক কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় রাজউকের আর্থিক ক্ষতি ।	৮০,৫৫,০০,০০০	২০
১০	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্লটের সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হলেও রাজউক কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় রাজউকের আর্থিক ক্ষতি ।	২,৫০,০০,০০০	২১
১১	রাজউকের অনুমোদন ব্যতীত বরাদ্দ গ্রহীতার প্লট হস্তান্তর এবং অননুমোদিত ভবন নির্মাণে রাজউক কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।	-	২২
১২	চাকরিজীবী কোটায় আবেদন করলেও বিধি লঙ্ঘনপূর্বক ব্যবসায়ী ক্যাটাগরিতে প্লট বরাদ্দ এবং ৩য় কিস্তির টাকা কয়েক বছর পর পরিশোধ করা হলেও রাজউক কর্তৃক বরাদ্দ বাতিল না করে বা জরিমানা ব্যতীত অনিয়মিতভাবে লিজ দলিল সম্পাদন করা হয়েছে।	-	২৩-২৪
১৩	বরাদ্দপত্রের শর্তানুযায়ী প্লটের মূল্য পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়নি।	-	২৫

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১৪	আবাসিক প্লট অবৈধভাবে বাণিজ্যিক হিসেবে দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহার করা হলেও রাজউক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি-যা পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ এবং লিজ দলিলের শর্তের পরিপন্থি।	-	২৬
১৫	মিথ্যা তথ্য দিয়ে পৃথকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোটায় আবেদনকৃত আবেদন/বরাদ্দ বাতিল না করে যোগসাজসের মাধ্যমে যৌথ নামে অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ প্রদান।	-	২৭
১৬	বাতিলযোগ্য আবেদনের অনুকূলে অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ প্রদান, লিজ দলিল রেজিস্ট্রি ও বরাদ্দগ্রহীতা কর্তৃক প্লট হস্তান্তর।	-	২৮
১৭	পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে নীতিমালা লঙ্ঘন পূর্বক আদিবাসী কোটায় একই ব্যক্তিকে একের অধিক প্লট বরাদ্দ প্রদান।	-	২৯
১৮	দীর্ঘদিন যাবত আদিবাসী ক্যাটাগরিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদান করা হচ্ছে না।	-	৩০
১৯	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ বরাদ্দ গ্রহীতাদের প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়নি।	-	৩১
২০	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২/২০১৩ তম বোর্ড সভায় বাতিলকৃত বরাদ্দ প্রাপকগণকে ৭/২০১৩ তম বোর্ড সভায় পুনঃবরাদ্দ প্রদান।	-	৩২
২১	Floor Area Ration (FAR) Calculation ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী ভবনের প্রাপ্য উচ্চতা তলার চেয়ে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উচ্চতা তলা অনুমোদন।	-	৩৩-৩৫
২২	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর আইন/১৯৯১ অনুযায়ী প্লট হস্তান্তর ফি ও অন্যান্য ফি এর বিপরীতে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	২৮,৯৯,০১৬	৩৬
	মোট =	৫৪৩,৩৪,১৫,৬৩৬	

(পাঁচশত তেতাল্লিশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ পনেরো হাজার ছয়শত ছত্রিশ)

অডিট বিষয়ক তথ্য :

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	:	২০১৬-২০১৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	:	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	:	নিয়মানুগ নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	:	১৪-১২-২০১৭ খ্রি: হতে ১৯-০১-২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত।
নিরীক্ষার পদ্ধতি	:	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	:	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	:	মো: সাইফুর রহমান, মহাপরিচালক গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লঙ্ঘন করে ব্যয় করা।
- যথাযথভাবে সরকারের রাজস্ব আদায় না করা।
- পিপিআর-২০০৮ পরিপালন না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ :

- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরির অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালনে অনীহা।
- রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণে দায়িত্বশীলতার অভাব।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬/পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর প্রবিধানমালা অনুসরণ না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- প্রতিবেদনে/রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে পরিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত এপিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর বিধিমালা অনুসরণ করা।
- সরকারি রাজস্ব আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (CCGP) কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে ৪০.৬৯% Variation বাবদ অনিয়মিতভাবে ৫,০৯,৫৬,৯৯৩ (পাঁচ কোটি নয় লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত তিরানববই) টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) অফিসের অধীন উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্প অফিসের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ১৪/১২/২০১৭ খ্রি: হতে ০৫/০১/২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে ডিপিপি/আরডিপিপির কপি, প্রাক্কলন নথি, দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন, Revised প্রাক্কলন, সংশ্লিষ্ট কাজের নথি ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (CCGP) কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে ৪০.৬৯% Variation বাবদ অনিয়মিতভাবে ৫,০৯,৫৬,৯৯৩ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-০১ পৃ: ১]।
- প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পের আওতায় ১৭ নং সেক্টরে লেকের উপর ৬ নম্বর ব্রীজের অবশিষ্ট কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হলে মেসার্স তাজিম এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা ১৬.৪১% উর্দ্ধদরে একক দরদাতা হিসেবে দর দাখিল করলে TEC উক্ত প্রতিষ্ঠানকে Responsive বিবেচনা করে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করে। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠান ১/৯/২০১৬ খ্রি: তারিখের মধ্যে কার্য সমাপ্ত না করে Variation অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করে। চুক্তি মূল্যের উপর ৪০.৬৯% পর্যন্ত Variation করে Revised Estimate বাবদ ১৭,৬১,৬০,৮৫৭ টাকা অনুমোদন করা হয় যার চুক্তি মূল্য ছিল ১২,৫২,০৩,৮৬৪ টাকা। রাজউক বোর্ড সভা কর্তৃক চুক্তি মূল্য অপেক্ষা (১৭,৬১,৬০,৮৫৭ - ১২,৫২,০৩,৮৬৪) বা ৫,০৯,৫৬,৯৯৩ টাকা অতিরিক্ত কাজের Variation এর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত Variation কাজের ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক (CCGP) অনুমোদন করা হয়নি। Notification of Award যাচাইয়ে দেখা যায় যে, কাজটি CCGP কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। তাই উক্ত কাজের Variation এর প্রয়োজন হলে CCGP এর অনুমোদন নিতে হবে। CCGP কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে Variation কৃত ৫,০৯,৫৬,৯৯৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৪(৪) মোতাবেক যে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মূল চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রদান করেছিল উহার পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১৫% মূল্যসীমার উর্দ্ধের Variation অর্ডার প্রদান করতে পারবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে Variation কৃত দর ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনুমোদন গ্রহণ না করেই Variation কৃত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতা প্রতিফলিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৪(৪) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, কাজটি বাস্তবায়ন কালে কিছু অতিরিক্ত Variation দফার কাজের প্রয়োজন দেখা দেয়। যা প্রশাসনিকভাবে অনুমোদনক্রমে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। কাজটি চলমান রাখা ও দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে আংশিক বিল প্রদান করা হয়। CCGP কর্তৃক অনুমোদনের পর চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তিটি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি CCGP কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে ৪০.৬৯% Variation বাবদ অনিয়মিতভাবে ৫,০৯,৫৬,৯৯৩ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কাজটি ঠিকাদারকে ১৬.৪১% উর্দ্ধদরে দর অনুমোদর করা সত্ত্বেও আবার ৪০.৬৯% Variation করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৪ (৪) মোতাবেক যে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মূল চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রদান করেছিল উহার পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে ১৫% মূল্যসীমার উর্দ্ধের Variation অর্ডার প্রদান করতে পারবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। CCGP কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে Variation অর্ডার প্রদান করে অনিয়মিত ভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

অনিয়মিতভাবে Variation বাবদ পরিশোধিত অর্থ নিয়মিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : নন-টেন্ডার আইটেমে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ২,৭৯,৯১,৪০৪ (দুই কোটি উনআশি লক্ষ একানববই হাজার চারশত চার) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) অফিসের অধীনস্ত উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্প অফিসের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ১৪/১২/২০১৭ খ্রি: হতে ০৫/০১/২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে আরডিপিপির কপি, প্রাক্কলন নথি, Revised Estimate, সংশ্লিষ্ট কাজের নথি ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- নন-টেন্ডার আইটেমে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ২,৭৯,৯১,৪০৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-০২ ,পৃ:-০২]। প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্প অফিসের আওতায় লেকের উপর ৬ নং ব্রীজ নির্মাণ কাজে PWD এর রেইট সিডিউল বহির্ভূতভাবে নন-টেন্ডার আইটেমের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। অতিরিক্ত কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে কোন চুক্তি করা হয়নি।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮০(১)(খ) অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে উক্ত বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। বাজার দর বিশ্লেষণের কোন প্রমানপত্র পাওয়া যায়নি। PWD এর রেইট সিডিউল অনুসরণ না করায় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৮০(১) (খ) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, কাজটি বাস্তবায়নকালে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছু Variation করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যা প্রশাসনিকভাবে অনুমোদন ক্রমে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। কাজটি চলমান রাখার স্বার্থে বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে আংশিক বিল প্রদান করা হয়। CCGP কর্তৃক অনুমোদনের পর চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ বিধি বহির্ভূতভাবে নন টেন্ডার আইটেমের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। PWD এর রেইট সিডিউল অনুসরণ করা হয়নি। অতিরিক্ত কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হয়নি। পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৮০(১) অনুযায়ী নন-টেন্ডার আইটেমের মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি। কাজটির Variation CCGP কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রতিফলিত হয়েছে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

নন টেন্ডার আইটেমের মূল্য CCGP কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে অর্থ পরিশোধের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম: উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ ৫ টি লটে বিভক্ত করে আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ৫৭,৬৩,৬৩,৭২৯ (সাতান্ন কোটি তেষট্টি লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশত উনত্রিশ) টাকার দরপত্র অনুমোদন।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা অফিসের উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ১৪/১২/২০১৭ খ্রি: হতে ০৫/০১/২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে ডিপিপির কপি, প্রাক্কলন নথি, ফরমাল টেন্ডার, দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন ও সংশ্লিষ্ট কাজের নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ RAJUK/UAP প্যাকেজকে ভেঙ্গে ৫ টি লটে বিভক্ত করে আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ৫৭,৬৩,৬৩,৭২৯ টাকার দরপত্র অনুমোদন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৩ পৃ:-০৩]।
- উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ১৮ নং সেক্টরের এ ব্লকে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ একটি প্যাকেজকে ভেঙ্গে ৫ টি লটে বিভক্ত করে আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ৫৭,৬৩,৬৩,৭২৯ টাকার দরপত্র অনুমোদন করা হয়েছে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৭.০.১১১.০৩১.০১.০০.০১৩.২০১০-৫৭৬ তারিখ : ১৬-০৮-২০১৫ খ্রি: মোতাবেক রাজউক এর চেয়ারম্যানের এককভাবে আর্থিক ক্ষমতা ৩০ লক্ষ টাকা, রাজউকের বোর্ড সভার আর্থিক ক্ষমতা ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত, মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫০ কোটি পর্যন্ত অনুমোদন করার ক্ষমতা রাখে, এর চেয়ে বেশী হলে CCGP এর অনুমোদনের প্রয়োজন কিন্তু তা করা হয়নি।
- পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৭(৫) উপবিধি (১) (২) (৩) মোতাবেক কোন একক ক্রয় কার্য একাধিক লটে বিভক্ত করা হলে উহার কোন একটি প্যাকেজ বা লটের জন্য চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রদানের পূর্বে প্যাকেজসমূহ বা লটসমূহের মোট মূল্যের সমষ্টি যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের এখতিয়ারভুক্ত সেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিটি প্যাকেজ বা লটের দরপত্র অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে ৫ টি লটের সমষ্টি ৫৭,৬৩,৬৩,৭২৯ টাকা হওয়া সত্ত্বেও ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে দর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ না করে রাজউকের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। যাহা উক্ত বিধির লঙ্ঘন। আলোচ্য ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রতিফলিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৭(৫) উপবিধি (১) (২) (৩) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান কোন জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বিস্তারিতভাবে জবাব প্রদান আবশ্যক। উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের ১৮ নং সেক্টরের এ ব্লকে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ ৫টি লটে বিভক্ত করে মোট ৫৭,৬৩,৬৩,৭২৯ টাকার দরপত্র রাজউকের চেয়ারম্যান কর্তৃক আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-১৭(৫) (১) (২) (৩) অনুযায়ী কোন একক কার্য একাধিক প্যাকেজ বা কোন প্যাকেজ একাধিক লটে বিভক্ত করা হলে উহার কোন একটি প্যাকেজ বা লটের জন্য চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রদানের পূর্বে লট সমুদয়ের মোট মূল্যের সমষ্টি যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের এখতিয়ারভক্ত সেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিটি প্যাকেজ লটের দরপত্র অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি লঙ্ঘন করে ৫টি লটের সমষ্টি ৫৭,৬৩,৬৩,৭২৯ টাকা হওয়া সত্ত্বেও ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ না করে রাজউকের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি ২০১৫ ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-১৭(১-৩) লঙ্ঘন করার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম: ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও চুক্তির শর্ত মোতাবেক জরিমানা (LD) কর্তন না করায় ৪,৮৬,৬৫,০০২ (চার কোটি ছিয়াশি লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুই) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) অফিসের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ১৪/১২/২০১৭ খ্রি: হতে ০৫/০১/২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্প, উত্তরা আদর্শ শহর (৩য় পর্ব), ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প, রাজউক অফিসের প্রাক্কলনের নথি, কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও চুক্তির শর্ত মোতাবেক জরিমানা কর্তন না করায় ৪,৮৬,৬৫,০০২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৪ (১-৩) পৃ:-(৪-৭)]।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজ এর জন্য দরপত্র আহবান করা হলে উল্লিখিত ঠিকাদার সর্বনিম্ন দর দাখিল করে 1^{st} lowest হিসেবে বিবেচিত হলে TEC কর্তৃক উক্ত ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু উক্ত ঠিকাদার চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না করে কাজ অসমাপ্ত রাখে। কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও কোন প্রকার জরিমানা কর্তন না করেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে ৪,৮৬,৬৫,০০২/- রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

১. লেক উন্নয়ন প্রকল্প, রাজউক এর ঠিকাদার সানি কনস্ট্রাকশান, গুলশান-বনানী লেকের বৈদ্যুতিক কাজের কার্যাদেশ নং-১৯৪, তাং-৩১/০৮/২০১৫ খ্রি:, প্রাক্কলিত মূল্য ৩,৫৩,৬৯,৮৪৬ টাকা, চুক্তি মূল্য ৩,৫২,৩৭,০১৪ টাকা। কাজ সমাপ্তের তারিখ ছিল ০১/০৮/১৫ খ্রি: হতে ২৮/০২/২০১৬ খ্রি: পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮০ দিন। বর্ধিত সময় ছিল ১২/০৩/১৬ খ্রি: হতে ২৭/০৪/২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত, অর্থাৎ ৩৩৫ দিন। বিলম্বিত সময়কাল ০১/০৩/১৬ খ্রি: হতে ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি: অর্থাৎ ৪৮০ দিন। জরিমানা চুক্তি মূল্যের সবের্বাচ্চ ১০% অর্থাৎ (৩,৫২,৩৭,০১৪×১০%) বা ৩৫,২৩,৭০১ টাকা

২. উত্তরা আর্দশ আবাসিক শহর ৩য় পর্ব, রাজউক, ঢাকা এর ঠিকাদার নিয়াজ ট্রের্ডাস, ৫নং লেকের উভয় পাড়ে মাটি/বালি ভরাটসহ উন্নয়ন ও প্রটেকশন কাজের কার্যাদেশ নং-১৬১, তাং ০৫/০৪/১৬ খ্রি: প্রাক্কলিত মূল্য ১৮,২৮,০২,৫৩৫ টাকা, চুক্তি মূল্য ১৩,৮০,৭২,১২৯ টাকা কাজ সমাপ্তের তারিখ ছিল ২১/০৭/১৬ খ্রি: হতে ২০/০৭/১৭ খ্রি: পর্যন্ত অর্থাৎ ১২মাস। বিলম্বিত সময়কাল ২১/০৭/১৭ খ্রি: হতে ০১/১২/১৭ খ্রি: অর্থাৎ ৫ মাস বা (৩০×৫)বা ১৫০ দিন। জরিমানা চুক্তি মূল্যের সবের্বাচ্চ ১০% অর্থাৎ (১৩,৮০,৭২,১২৯ ×১০%) বা ১,৩৮,০৭,২১২ টাকা।

৩. উত্তরা আর্দশ আবাসিক শহর ৩য় পর্ব, রাজউক, ঢাকা এর ঠিকাদার উদয়ন বিল্ডার্স, ৯ নং ব্রীজের নির্মাণ এবং ৭ নং লেকের উন্নয়ন কাজের কার্যাদেশ নং-৯৬৮, তাং ০৮/০৮/১২ খ্রি: প্রাক্কলিত মূল্য ১৩,৪২,৩৩,১০৪ টাকা , চুক্তি মূল্য ১৩,৪২,৩৩,১০৪ টাকা কাজ সমাপ্তের তারিখ ছিল ০২/০৮/১২ খ্রি: হতে ০২/১১/১৩ খ্রি: পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫মাস। বিলম্বিত সময়কাল ০২/১১/১৩ খ্রি: হতে ০১/১২/১৭ খ্রি: অর্থাৎ ৪৯ মাস বা ১৪৭০ দিন। জরিমানা চুক্তি মূল্যের সবের্বাচ্চ ১০% অর্থাৎ (১৩,৪২,৩৩,১০৪ ×১০%) বা ১,৩৪,২৩,৩১০ টাকা।

৪. ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প রাজউক ঢাকা এর ঠিকাদার মেসার্স শামীম এন্ড নেটিভ লি: জেভি লেকের উপর ব্রীজ নির্মাণ কাজের প্যাকেজ নং ০১, লট নং০১ও ০২ কার্যাদেশ নং-১৫১, তাং ০৫/০৮/১৪ খ্রি: প্রাক্কলিত মূল্য ৮,০৬,৬৪,৯০৪ টাকা, চুক্তি মূল্য ৯,১৭,১০,১০০ টাকা কাজ সমাপ্তের তারিখ ছিল ২৫/০৩/১৬ খ্রি: পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮মাস। বিলম্বিত সময়কাল ২৬/০৩/১৬ খ্রি: হতে ৩০/০৬/১৭ খ্রি: অর্থাৎ ৪৫৯ দিন। জরিমানা চুক্তি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০% অর্থাৎ (৯,১৭,১০,১০০ ×১০%) বা ৯১,৭১,০১০ টাকা।

৫. ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প রাজউক, ঢাকা এর ঠিকাদার মেসার্স শামীম এন্ড নেটিভ লি: জেভি লেকের উপর ব্রীজ নির্মাণ কাজের প্যাকেজ নং ০১,লট নং-০১ ও ০২ কার্যাদেশ নং-১৫১(অ),তাং-০২/১০/১৪ খ্রি: প্রাক্কলিত মূল্য ৮,০৬,৬৪,৯০৪ টাকা, চুক্তি মূল্য ৮,৭৩,৯৭,৬৯০ টাকা কাজ সমাপ্তের তারিখ ছিল ২৫/০৩/১৬ খ্রি: পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮ মাস। বিলম্বিত সময়কাল ২৬/০৩/১৬ খ্রি: হতে ৩০/০৬/১৭ খ্রি: অর্থাৎ ৪৫৯ দিন। জরিমানা চুক্তি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০% অর্থাৎ (৮,৭৩,৯৭,৬৯০×১০%) বা ৮৭,৩৯,৭৬৯ টাকা। উপরিউক্ত পাঁচটি প্রকল্পে সর্বমোট জরিমানার পরিমাণ (৩৫,২৩,৭০১ +১,৩৮,০৭,২১২ + ১,৩৪,২৩,৩১০ + ৯১,৭১,০১০ + ৮৭,৩৯,৭৬৯) বা ৪,৮৬,৬৫,০০২ টাকা।

অনিয়মের কারণ:

P.C.C (G.C.C Clause 73.1) মোতাবেক ঠিকাদার বিলম্বে কাজ সমাপ্ত করলে বিলম্বের জন্য চুক্তি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০% হারে জরিমানা কর্তন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে কোন প্রকার জরিমানা কর্তন ছাড়াই বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(২৭) মোতাবেক মূল চুক্তিতে প্রস্তাবিত বা সম্প্রসারিত সমাপ্তির তারিখ হতে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ঠিকাদার চুক্তিতে নির্ধারিত দৈনিক বা সাপ্তাহিক হারে বিলম্ব জরিমানা (LD) ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, বিভিন্ন জটিলতার কারণে কাজ সম্পাদন করতে বিলম্ব হয় পরবর্তী সময় বর্ধনের বিষয়টি অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কোন প্রকার জরিমানা কর্তন ছাড়াই সময় বর্ধনের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৩৯(২৭) মোতাবেক জরিমানা আদায় করা হয়নি। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(৩)(৪) অনুযায়ী কার্যাদেশ গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ১০০% এর বেশী সময় বর্ধন করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

জরুরি ভিত্তিতে জরিমানা আদায়পূর্বক রাজউকের তহবিলে জমা করত প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসে জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ: ০৫

শিরোনাম : একটি মাত্র Responsive ঠিকাদার হওয়া সত্ত্বেও Re-Tender না করে ক্রয় আইন/বিধি লঙ্ঘন করে কার্যাদেশ প্রদান এবং একই সময়ে একই জাতীয় কাজে ২৮.৫৭% ও ৭.৮৯% নিম্ন দরে দর অনুমোদন। জড়িত ৩৫,০৭,০৮,৭০৮ টাকা।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর আওতাধীন গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প অফিসের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ১৪/১২/২০১৭ খ্রি: হতে ০৫/০১/২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে ডিপিপির কপি, প্রাক্কলন নথি, সংশ্লিষ্ট কাজের নথি, ফরমাল টেন্ডার, কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- একটি মাত্র Responsive ঠিকাদার হওয়া সত্ত্বেও Re-Tender না করে কার্যাদেশ প্রদান এবং একই সময়ে একই জাতীয় কাজে ২৮.৫৭% ও ৭.৮৯% নিম্ন দরে দর অনুমোদন ব্যয় করা হয়েছে। জড়িত ৩৫,০৭,০৮,৭০৮ টাকা [পরিশিষ্ট-০৫ পৃ:-০৮]।
- গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গাউছুল আজম মসজিদ মহাখালী হতে ন্যাম ভিলেজ হয়ে ২ নং সড়ক পর্যন্ত লেক উন্নয়ন কাজে ঠিকাদার আতাউর রহমান খানকে ৭.৮৯% Less এ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। অথচ এই সময়ে একই জাতীয় কাজে লট নং ৩ এ BDL-RCL-MEL (JV) কে ২৮.৫৭% Less এ দর অনুমোদন করা হয়েছে। TEC উক্ত দর সুপারিশ করে ৪/১/২০১৫ খ্রি: তারিখে। পরবর্তীতে ১৯/৫/২০১৫ খ্রি: তারিখে মাত্র ৭.৮৯% Less এ অন্য একটি কাজের দর অনুমোদনের সুপারিশ করে। একটি মাত্র ঠিকাদার Responsive হওয়া সত্ত্বেও Re-tender না করে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৩(২)(খ) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতার অভাব থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে দর বাতিল করে TEC, Re-tender করার জন্য সুপারিশ করবে। আলোচ্যক্ষেত্রে ১ টি মাত্র Responsive প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও Re-tender করার সুপারিশ করা হয়নি। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদার টাইম সিডিউল অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত না করে ফেলে রেখেছে। প্রদত্ত সময় ২৪ মাসের মধ্যে নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত ২১ মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কাজের ভৌত অগ্রগতি মাত্র ১৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ১২%। ঠিকাদার কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও যথাযথভাবে মনিটরিং করা হয়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে।

অনিয়মের কারণ :

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৩৩(২)(খ) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, TEC পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন করে Responsive দরদাতার দরপত্র অনুমোদনের সুপারিশ করেছে। TEC এর মূল্যায়নে দাখিলকৃত দরদাতা দরপত্রের উদ্বৃত দর প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা কম। এক্ষেত্রে বিধি লঙ্ঘিত হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। একই সময়ে একই জাতীয় কাজের দর অনুমোদনের ক্ষেত্রে একটি ২৮.৫৭% নিম্নদর এবং অপরটি মাত্র ৭.৮৯% নিম্নদরে অনুমোদন করা হয়েছে। একটি মাত্র Responsive দরদাতা হওয়া সত্ত্বেও Re-tender না করে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়। পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৩৩(২) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতার অভাব থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে দরপত্র বাতিল করে Re-tender এর জন্য TEC সুপারিশ করবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ১টি মাত্র Responsive প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্বেও Re-tender করার জন্য সুপারিশ করেনি। অতিরিক্ত নিম্নদরে কার্যাদেশ গ্রহণ করে ঠিকাদার টাইম সিডিউল অনুযায়ী কাজ না করে কাজ ফেলে রেখেছে। প্রদত্ত সময় ২৪ মাসের মধ্যে ইতিমধ্যে ২১ মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কাজের ভৌত অগ্রগতি মাত্র ১৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ১২%। এ ক্ষেত্রে কাজের মনিটরিং এর অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

একটি মাত্র Responsive ঠিকাদার হওয়া সত্ত্বেও Re-tender না করায় TEC সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : দীর্ঘ দিন হতে বকেয়া ভাড়া আদায় না করায় ১,২২,২০,৫৮৩ (এক কোটি বাইশ লক্ষ বিশ হাজার পাঁচশত তিরাশি) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) অফিসের অধীন উত্তরা ঢাকা ও এস্টেট-৩ অফিসের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ১৪/১২/২০১৭ খ্রি: হতে ০৫/০১/২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত রেজিষ্টার, ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেজিষ্টার ও নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- দীর্ঘ দিন হতে বকেয়া ভাড়া আদায় না করায় ১,২২,২০,৫৮৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-৬ পৃ:-০৯]। বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে,
- পরিশিষ্টে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাজউকের এনেক্স ভবনের বিভিন্ন তলা দীর্ঘদিন পূর্বে ভাড়া প্রদান করা হয় কিন্তু উক্ত ভাড়াটিয়াগণ দীর্ঘদিন হতে ভবনের ভাড়া পরিশোধ না করেই ভবন ব্যবহার করছে। মোট ১৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি প্রতিষ্ঠানের ভাড়া জুন/২০১৭ পর্যন্ত বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ (৫৮,৩৯১+১১,৭৫,৫৫৭ + ২,৫৭,৫৯৬ + ৬৩,১৪৬ + ২,৯৯,২৮৮ + ৮৪,০২,০৭৯ + ৩,৮৯,৮৯২ + ১৫,৭৪,৬৩৪) = ১,২২,২০,৫৮৩ টাকা। উক্ত বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ:

আলোচ্য ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন হতে বকেয়া পড়ে থাকা সত্ত্বেও অর্থ আদায় না করে ফেলে রাখা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান কোন জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বিস্তারিতভাবে জবাব প্রদান আবশ্যক। রাজউকের এনেক্স ভবনের বিভিন্ন তলা দীর্ঘদিন পূর্বে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠান ভাড়া পরিশোধ না করেই ভবন ব্যবহার করছে। ২০১৭ সালেরর ৩০শে জুন পর্যন্ত উক্ত ভাড়াটিয়াগণের নিকট ভবন ভাড়া বাবদ ১,২২,২০,৫৮৩ টাকা বকেয়া রয়েছে। উক্ত ভাড়া বকেয়া আদায়ের জন্য কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অফিস প্রধান যে কোন ধরণের আয় বকেয়া পড়ার সাথে সাথে আদায়ের জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। দীর্ঘ দিন যাবত বকেয়া ভাড়া আদায় না করায় এবং কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উক্ত বকেয়া পাওনা রয়েছে। আদায়/উচ্ছেদ করার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আনুকূল্য প্রদর্শন করায় এরূপ ঘটনা করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

জরুরি ভিত্তিতে ভবনের বকেয়া ভাড়া আদায় করে রাজউকের কোষাগারে জমা করত: প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসে জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : দীর্ঘদিন পূর্বে গ্রহণকৃত অস্থায়ী অগ্রিমের ৩৪৯,০৫,৮৫,২০১ (তিনশত উনপঞ্চাশ কোটি পাঁচ লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশত এক) টাকা অসমন্বিত।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) অফিসের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ১৪/১২/২০১৭ খ্রি: হতে ০৫/০১/২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে নির্বাহী প্রকৌশলী দক্ষিণ ঢাকা, পরিচালক অর্থ ও হিসাব, রাজউক, ঢাকা অফিসের অস্থায়ী অগ্রিম প্রদান সংক্রান্ত নথি, সিএ ফার্মের অডিট রিপোর্ট ও অগ্রিম সমন্বয় সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- দীর্ঘদিন পূর্বে গ্রহণকৃত অস্থায়ী অগ্রিমের ৩৪৯,০৫,৮৫,২০১ টাকা অসমন্বিত রয়েছে [পরিশিষ্ট-৭(১-২) পৃ:-(১০-১২)]।
- চট্টগ্রাম ড্রাইডক লি: কে ১/১/২০০০ সালে স্টীলের ওভার ব্রীজ নির্মাণ কাজে ব্রীজের স্টীলের পাতের জন্য ৭,৩৬,১৫,২৭৫ টাকা অস্থায়ী অগ্রিম প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ ১৭ বছরেও মালামাল সরবরাহ করেনি। গ্রহণকৃত অগ্রিমের টাকাও ফেরত প্রদান করেনি। প্রতিষ্ঠানটির নিকট হতে অগ্রিমের টাকা আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- অনুরূপভাবে ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি, শেখ শাহিনুর ইসলাম, পরিচালক জোন-৬, আবু সালেহ মো: সাইয়েদ দুলাল (MOHPW), প্রধান প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি, ডিস্ট্রিক্ট এ্যাডজুটেন্ট আনসার ভিডিপি, পিডি হাতিরঝিল, পিডি ঝিলমিল, পিডি পূর্বাচল, ঢাকা ওয়াসা, ও অন্যান্য অফিসে প্রদত্ত অস্থায়ী অগ্রিমের ৩৪১,৬৯,৬৯,৯২৬ টাকা আদায়/সমন্বয় করা হয়নি।
- বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস এর বিধি ৩৬৯ এবং ৩৭০ মতে অস্থায়ী অগ্রিমের অর্থ সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের ভিতর অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে। নতুবা নগদে ফেরত প্রদান করে অর্থ সমন্বয় করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোনটাই না করায় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ অসমন্বিত রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস এর বিধি ৩৬৯ এবং ৩৭০ লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ঢাকা মহানগরীতে ৩টি ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণের জন্য চট্টগ্রাম ড্রাইডক লি: কে অগ্রিম প্রদান করা হয়। কিন্তু স্থান নির্বাচন জটিলতার কারণে চট্টগ্রাম ড্রাইডক লি: কে জায়গা চিহ্নিত করে না দেওয়ার কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠান কাজ সম্পাদন করে বিল সমন্বয় করতে পারেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, ড্রাইডক চট্টগ্রামকে জায়গা নির্ধারণ না করে অগ্রিম প্রদানের কারণ ব্যাখ্যা কর হয়নি। তাছাড়া ০১-০১-২০০০ সালে অগ্রিম বাবদ প্রদানকৃত ৭,৩৬,১৫,২৭৫ টাকা অধ্যাবদি সমন্বয় বা ফেরত না নেওয়ায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা খাতে শৃঙ্খলা নষ্ট করা হয়েছে। প্রদত্ত সকল অস্থায়ী অগ্রিমের জবাব আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এই বিশাল অংকের অস্থায়ী অগ্রিম অসমন্বিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে বিল দাখিল পূর্বক অগ্রিমের অর্থ সমন্বয় বা দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে সমুদয় অর্থ আদায় করে রাজউকের তহবিলে জমা হওয়া আবশ্যক। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

জরুরি ভিত্তিতে সমুদয় অগ্রিম সমন্বয় করে নতুবা আদায়পূর্বক রাজউকের কোষাগারে জমা করত প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসে জবাব প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : যথাসময়ে ইমারত নির্মাণ না করায় জরিমানা বাবদ ৪,২৫,২৫,০০০ (চার কোটি পঁচিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা আদায় করা হয়নি ।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এস্টেট বিভাগ এর অধীনস্থ ল্যান্ড এন্ড এস্টেট-১ এর ২০১৬-১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর নিরীক্ষা কার্যক্রম ১৩/১২/২০১৭ খ্রি: হতে ১৪/০১/২০১৮খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন সময়ে কারওয়ান বাজারের প্লট ‘এ’ এর নথিটি যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায়-

- কারওয়ান বাজার বাণিজ্যিক এলাকার ১০ কাঠা আয়তনের ‘‘এ’’ নং প্লটটি ১৪/০৬/১৯৬৬ খ্রি: তারিখে জনাব দাউদুর রহমান এর নামে বরাদ্দ প্রদান কর হয়। ০৬/০৯/১৯৭৫ খ্রি: তারিখে প্লটটির লিজ দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়। পরবর্তীতে ০২/০৮/১৯৭৬ খ্রি: তারিখে জনাব দাউদুর রহমান উক্ত প্লটটি জনাব আবদুর নূর এর নিকট হস্তান্তর করেন। বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্লট হস্তান্তর অননুমোদিতভাবে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা এবং বিভিন্ন মামলা সংক্রান্ত কারণে উক্ত প্লটে এখনো বাণিজ্যিক ভবন নির্মিত হয়নি।
- লিজ দলিলের শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে ইমারত নির্মাণ না করায় জরিমানা বাবদ ৪,২৫,২৫,০০০ টাকা আদায় যোগ্য হলেও তা অনাদায়ী রয়েছে [পরিশিষ্ট-৮ পৃ:-১৩]।

অনিয়মের কারণ :

লিজ দলিলের শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব অন্তর্বর্তীকালীন। বাণিজ্যিক প্লটের লিজ দলিলের শর্তানুসারে জরিমানার টাকা আদায় করা আবশ্যক। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

জরিমানা বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসে জবাব প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম: বরাদ্দকৃত প্লটের মূল্য পরিশোধ, লিজ দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি না করে অননুমোদিতভাবে বহুতল ভবন নির্মাণের পরও রাজউক কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় রাজউকের ৮০,৫৫,০০,০০০ (আশি কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ:

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এস্টেট এর অধীন ল্যান্ড এন্ড এস্টেট-১ এর ২০১৬-১৭ আর্থিক সালের নিরীক্ষা কার্যক্রম ১৩/১২/২০১৭ খ্রি: হতে ১৪/০১/২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন সময়ে বনানী বাণিজ্যিক এলাকার কামাল আতার্তুক এভিনিউ এর ৪৪ নং প্লটের নথিটি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- বনানী বাণিজ্যিক এলাকার কামাল আতার্তুক এভিনিউ এর ৪৪ নং প্লটটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজউক (তৎকালীন ডিআইটি) কর্তৃক ২৩/০১/১৯৮৪ খ্রি: তারিখে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পো:) এর নামে শুধুমাত্র কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ এর শর্তে বরাদ্দ করা হয়। ২৫/০৯/১৯৮৪ তারিখের বনানী নাগরিক কল্যাণ সমিতি, ঢাকার ডি আই টি বরাবর আবেদনের প্রেক্ষিতে ২১/১০/১৯৮৪ খ্রি: তারিখে বনানী এলাকার লে-আউট নকশা সংশোধন করে ৪৪ নং প্লটটি কাঁচাবাজার ও পার্কিং এবং ৬৪ নং প্লটটি কমিউনিটি সেন্টার ও ৬৪/এ নং প্লটটি পার্কিং হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- লে-আউট সংশোধনের বিষয়টি এবং ২ বিঘা আয়তনের ৪৪ নং প্লটের পরিবর্তে ১ বিঘা ২ কাঠা আয়তনের ৬৪ নং প্লটটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য বরাদ্দের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ২৫/১০/১৯৮৪ খ্রি: তারিখে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে ডিআইটি (রাজউক) কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়।
- ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হতে ২৫/১০/১৯৮৪ খ্রি: তারিখে ৪৪ নং প্লটটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য ডিআইটির (রাজউক) ২৩/০১/১৯৮৪ খ্রি: তারিখে পত্রের প্রেক্ষিতে ৪৪ নং প্লটটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ গ্রহণে সম্মত রয়েছে মর্মে জানানো হয়।
- ২৯/১০/১৯৮৪ খ্রি: তারিখে বনানী বাণিজ্যিক এলাকায় ৪৪ নং প্লটটি কাঁচা বাজার নির্মাণের জন্য ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পো: এ হস্তান্তর করা হয় এবং এ বিষয়ে অন্যান্য শর্তাবলী পরবর্তীতে ডি আই টি ট্রাস্ট বোর্ডের অনুমোদনের পর জানানো হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। ১৩/১১/১৯৮৪ খ্রি: তারিখে প্লটের দখল হস্তান্তর হয়। জমির পরিমাণ ০২ বিঘা ০৪ কাঠা ১২ ছটাক।
- অদ্যাবধি উক্ত প্লটের মূল্য পরিশোধ এবং লিজ দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করা হয়নি। ০৯/০২/৯০ খ্রি: তারিখে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পো: ‘‘দৈনিক বাংলা’’ পত্রিকায় ৪৪ নং প্লটে ‘সুপার মার্কেট কাম রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স’ বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে রাজউক ২৫/০২/৯০ খ্রি: তারিখে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর অবগতির জন্য প্রেরণ করে।
- ডি আই টির ০৮/১৯৮৩ তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর তথ্য মোতাবেক ৬৪ নং প্লটটিতে কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন এবং জমির মূল্য প্রতি বিঘা ২০,০০,০০০ টাকা হিসাবে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- বর্তমানে উক্ত প্লটে ২৮ তলা নির্মাণাধীন বাণিজ্যিক ভবন বিদ্যমান এবং ভবনটির নক্শা রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত নয়। বনানীর কামাল আতার্তুক এভিনিউস্থ ৪৪ নং প্লটের ০২ বিঘা ০৪ কাঠা ১২ ছটাক জমির বর্তমান মূল্য =৮০,৫৫,০০,০০০ টাকা। বরাদ্দের পর হতে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পো: (ঢাকা সিটি কর্পো:) এ মূল্য পরিশোধ না করা, লিজ দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি না করা এবং সার্ভিস চার্জ পরিশোধ না করে অধিকন্তু কাচাঁ বাজার নির্মাণের পরিবর্তে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মার্কেট নির্মাণ/বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণে ডি আই টি (রাজউক) কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি [পরিশিষ্ট-০৯ পৃ:-১৪]।

অনিয়মের কারণ :

প্লট বরাদ্দকালীন সময়ে বরাদ্দপত্রে বরাদ্দের শর্ত আরোপ না করা। প্লটের মূল্য বাবদ অর্থ আদায় না করা। বরাদ্দের শর্ত অনুযায়ী প্লটের ব্যবহার নিশ্চিত না করা। বহুতল ভবন নির্মাণে রাজউকের অনুমোদন গ্রহণ না করা। লিজ দলিল সম্পাদনব্যতীত অননুমোদিতভাবে প্লটে ভবন নির্মাণ ও ব্যবহার।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব অন্তর্বর্তীকালীন। প্লটের মূল্য বাবদ অপরিশোধিত অর্থ জরিমানাসহ আদায় করা আবশ্যক। দীর্ঘদিন যাবত অর্থ অপরিশোধিত থাকা, অননুমোদিত ভবন নির্মাণ প্লটের লিজ দলিল সম্পন্ন না হওয়ার পরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় রাজউকের ক্ষতি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

রাজউকের সকল অপরিশোধিত পাওনা আদায়, উল্লিখিত অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১০

শিরোনাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্লটের সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হলেও রাজউক কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় রাজউকের আর্থিক ক্ষতি ২,৫০,০০,০০০ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এস্টেট বিভাগের অধীনস্ত ল্যান্ড এন্ড এস্টেট-১ এর ২০১৬-১৭ আর্থিক সালের নিরীক্ষা কার্যক্রম ১৩/১২/২০১৭ খ্রি: হতে ১৪/০১/২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বনানী আবাসিক এলাকার ০১/১এ নং রাস্তার ০৬ নং প্লটের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- জনাব সফিকুল হাসান তৃপ্তি এর আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজউক কর্তৃক বনানী আবাসিক এলাকার ১/১এ নং রাস্তার ৫ কাঠা আয়তনের ০৬ নং প্লটটি বরাদ্দ করা হয়। কাঠা প্রতি ১০,০০,০০০ টাকা হারে, উক্ত প্লটটি রাজউক কর্তৃক লিজ দলিল রেজিস্ট্রি করে দেয়া হয় যার দলিল নং ২১৮৩০,তারিখ: ১৩/১২/২০০৪ খ্রি:। উক্ত বরাদ্দ গ্রহীতার নামে পূর্বে গৃহীত প্লট থাকায় পরবর্তীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং প্রশা:/রাজ-০৫/২০০৪/৭৫, তারিখ: ২৬/০২/০৭ খ্রি: মোতাবেক প্লটের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু রাজউক উক্ত নির্দেশনা অমান্য করায় প্লটটি বর্তমানে জনাব শফিকুল হাসান তৃপ্তি এর দখলভুক্ত আছে।
- বর্তমানে উক্ত প্লটের কাঠা প্রতি মূল্য ৫০,০০,০০০ টাকা।
- ফলে যথাযথভাবে যাচাই না করে বর্ণিত প্লট বরাদ্দ প্রদান ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় রাজউকের ২,৫০,০০,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-১০ পৃ:-১৫]।

অনিয়মের কারণ :

মন্ত্রণালয়ের আদেশ যথাযথভাবে পরিপালন না করে একই ব্যক্তির নামে একাধিক প্লট বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি গোচরীভূত হওয়ার পরও ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। বরাদ্দগ্রহীতা কর্তৃক হলফ নামায় মিথ্যা তথ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। প্লটের বরাদ্দ বাতিল করে নতুনভাবে বরাদ্দ না দেয়া।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব অন্তর্বর্তীকালীন। বরাদ্দকৃত প্লটের উল্লিখিত বরাদ্দ গ্রহীতার প্লট বরাদ্দ বাতিলপূর্বক নতুনভাবে বর্তমানে নির্ধারিত মূল্যে প্লটের বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। হলফনামায় মিথ্যা তথ্য প্রদান ও তথ্য গোপনের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদ ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

বরাদ্দ গ্রহীতা জনাব সফিকুল হাসান তৃপ্তির নামে বরাদ্দকৃত প্লটসমূহের বরাদ্দ বাতিলপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১১

শিরোনাম : রাজউকের অনুমোদন ব্যতীত বরাদ্দ গ্রহীতার প্লট হস্থান্তর এবং অননুমোদিত ভবন নির্মাণে রাজউক কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এস্টেট বিভাগের অধীনস্ত ল্যান্ড এন্ড এস্টেট-১ এর ২০১৬-১৭ আর্থিক সালের নিরীক্ষা কার্যক্রম ১৩/১২/২০১৭খ্রি: হতে ১৪/০১/২০১৮খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষাকালে নারায়নগঞ্জস্থ বোটখাল বাণিজ্যিক এলাকার ১৩ নং প্লটের নথিটি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা য়ায় যে,

- ৩০/৮/১৯৬৪ খ্রি: তারিখের জনাব আলহাজ্জ আমিন উদ্দিন এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ২২/০৪/১৯৬৫ খ্রি: তারিখে নারায়ণগঞ্জ কায়েদ-ই-আজম রোড বাণিজ্যিক এলাকার (বোটখাল বাণিজ্যিক এলাকা) ০৪ কাঠা ০৭ ছটাক আয়তনের ১২ নং প্লটটি বরাদ্দ করা হয়।
- ০৭/০৪/১৯৬৫ খ্রি: তারিখে উক্ত প্লটটির পরিবর্তে ০৪ কাঠা ১২ ছটাক আয়তনের বোটখাল বাণিজ্যিক এলাকার ১৩নং প্লটটি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ০৭/০২/১৯৬৮ খ্রি: তারিখে বরাদ্দ গ্রহীতা তার পুত্র মোহাম্মদ ফেরদৌস জমাদার এর নামে লিজ দলিল রেজিস্ট্রির আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৪/০২/১৯৬৮ খ্রি: তারিখে মোহাম্মদ ফেরদৌস জমাদারের নামে লিজ দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়।
- বরাদ্দ গ্রহীতা জনাব ফেরদৌস জমাদার ১৫/০৫/২০০৬ খ্রি: তারিখের দলিল নং ২৩৪৮ (নারায়নগঞ্জ সাবরেজিস্ট্রি অফিস) এর মাধ্যমে রাজউকের অনুমোদন না নিয়ে অনিয়মিতভাবে মো: নওশেদ আলী ও মো: ফজর আলীর নিকট অনিয়মিত রেজিস্ট্রিকৃত প্লট হস্তান্তর করেন। যা লিজ দলিলের ৭নং শর্তের পরিপন্থি। বোট খাল বাণিজ্যিক এলাকার ১৩ নং প্লটে রাজউকের অনুমোদন না নিয়ে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। রাজউকের অনুমোদন না নিয়ে প্লট হস্তান্তর এবং ভবন নির্মাণে রাজউক কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি [পরিশিষ্ট-১১ পৃ:-১৬]।

অনিয়মের কারণ :

প্লট হস্তান্তর ও ভবন নির্মাণে রাজউকের অনুমোদন গ্রহণ না করা। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুসরণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব অন্তর্বর্তীকালীন। প্লট হস্তান্তর এবং ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজউকের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

প্লটটির বরাদ্দ গ্রহীতার উত্তরাধিকারী এবং হস্তান্তরসূত্রে গ্রহীতার ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্লটের বরাদ্দ বাতিলপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১২

শিরোনাম: চাকরিজীবী কোটায় আবেদন করলেও বিধি লঙ্ঘনপূর্বক ব্যবসায়ী ক্যাটাগরিতে প্লট বরাদ্দ এবং ৩য় কিস্তির টাকা কয়েক বছর পর পরিশোধ করা হলেও রাজউক কর্তৃক বরাদ্দ বাতিল না করে বা জরিমানা ব্যতীত অনিয়মিতভাবে লিজ দলিল সম্পাদন করা হয়েছে।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর অধীন এস্টেট-২, উত্তরা কার্যালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রি: হতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ল্যান্ড এবং এস্টেট এর নথিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয় এতে দেখা যায় যে,

- উত্তরা ৩য় পর্ব প্রকল্পের সেক্টর-১৫/ডি, রোড-৩/এ, প্লট-০১ জনাব অলিউল হক, পিতা মৃত: আজিজুল হক, গ্রাম: কলিকাবাড়ী, পো: ও থানা : বামনা, জেলা : বরগুনাকে ব্যবসায়ী ক্যাটাগরিতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- আবেদনপত্রে জনাব অলিউল হক তার পেশা ‘চাকরিজীবী (ক্যামেরাম্যান)’ হিসেবে উল্লেখ করেন। হলফনামায়ও তিনি পেশা চাকরিজীবী হিসেবে উল্লেখ করেন। বরাদ্দ গ্রহীতার কর্মস্থলের বেতন বিবরণী এবং অফিসের আয়কর সনদেও তার পেশা চাকরিজীবী উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কি কারণে ‘ব্যবসা ক্যাটাগরিতে’ প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তা নথি পর্যালোচনায় পাওয়া যায়নি।
- অপরদিকে বরাদ্দ পত্রের অনুচ্ছেদ-০২ অনুযায়ী বরাদ্দকৃত প্লটের মূল্য বাবদ ১ম, ২য় এবং ৩য় কিস্তি পরিশোধের শেষ তারিখ যথাক্রমে ৩১/০১/২০০৪খ্রি:, ৩১/০১/২০০৫খ্রি: এবং ৩১/০১/২০০৬ খ্রি: তারিখ। বরাদ্দ গ্রহীতা জনাব অলিউল হক ১ম ও ২য় কিস্তির মূল্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করলেও ৩য় কিস্তির মূল্য পরিশোধ করেন ২৯/০৩/২০১১ খ্রি: তারিখে। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ০৫ বছরের অধিক সময় বিলম্বে কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনুমোদন নেয়া হয়নি বা কোন জরিমানা আদায় করা হয়নি।
- উত্তরা ৩য় পর্ব প্রকল্পের সেক্টর-১৭/বি, রোড-৪/এ এর ২৬ নং প্লটটি জনাব আব্দুল হানিফ, পিতা: আব্দুল গোফরান, গ্রাম: উত্তর ধানীকুন্ডা, পো: নোয়াপুর, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী কে ব্যবসায়ী ক্যাটাগরিতে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- আবেদন পত্রে জনাব আব্দুল হানিফ তার পেশা ‘চাকরি’ হিসেবে উল্লেখ করেন। হলফনামায়ও তিনি পেশা হিসেবে চাকরিজীবী হিসাবে উল্লেখ করেন। বরাদ্দ গ্রহীতার কর্মস্থলের বেতন বিবরণী এবং কর অফিসের আয়কর সনদেও তার পেশা চাকরিজীবী উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কি কারণে ‘ব্যবসা ক্যাটাগরিতে’ প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তা নথি পর্যালোচনায় পাওয়া যায়নি।
- বরাদ্দ পত্রের অনুচ্ছেদ-০২ অনুযায়ী বরাদ্দকৃত প্লটের মূল্য বাবদ ১ম, ২য় এবং ৩য় কিস্তি পরিশোধের শেষ তারিখ যথাক্রমে ৩১/০১/২০০৪খ্রি:, ৩১/০১/২০০৫খ্রি: এবং ৩১/০১/২০০৬ খ্রি: তারিখ। বরাদ্দ গ্রহীতা জনাব আব্দুল হানিফ ১ম ও ২য় কিস্তির মূল্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করলেও ৩য় কিস্তির মূল্য পরিশোধ করেন ০৩/০৮/২০১৪ খ্রি: তারিখে। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ০৫ বছরের অধিক সময় বিলম্বে কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনুমোদন নেয়া হয়নি বা কোন জরিমানা আদায় করা হয়নি।
- অধিকন্তু পরবর্তীতে বরাদ্দ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে অধিক সুবিধা সম্পন্ন ১৫/এ-০৪-০১ নং প্লটটি পরিবর্তিত বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- বরাদ্দপত্রের অনুচ্ছেদ-০৪ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্লটের বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে অথবা বোর্ড কর্তৃক সময় বর্ধনের বিষয়টি বিবেচিত হলে জরিমানাসহ অর্থ আদায়যোগ্য। রাজউক কর্তৃক এ ব্যাপারে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি [পরিশিষ্ট-১২ পৃ:-১৭]।

অনিয়মের কারণ :

বরাদ্দ নীতিমালা পরিপালন না করা। বরাদ্দপত্রের শর্ত নং-২ মোতাবেক যথাসময়ে প্লটের কিস্তির টাকা আদায় না হওয়া।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

জনাব অলিউল হক সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক এলাকায় প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করেন। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ তার আবেদন বিবেচনায় নিয়ে ১৫/ডি নং সেক্টরের ৩/এফ নং রাস্তার ০১ নং প্লটটি বরাদ্দ প্রদান করেন।

বরাদ্দ গ্রহীতা বরাদ্দ পত্রের শর্ত মোতাবেক প্লটের ১ম ও ২য় কিস্তির টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করেন। ৩য় কিস্তি পরিশোধের বিষয়ে বরাদ্দকৃত প্লটের দখল উপযোগী হলে এবং রাজউক দখল বুঝিয়ে দেয়ার বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করলে এবং বিজ্ঞপ্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩য় কিস্তি পরিশোধ করলে সুদ প্রযোজ্য হবে না। রাজউকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৩০.০৪.১১ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৩য় কিস্তি পরিশোধ করার এবং প্লটের দখল বুঝে নেয়ার নির্ধারিত সময় ছিল। উক্ত সময়ের পরে সুদ আদায়যোগ্য হবে। বরাদ্দ গ্রহীতা ৩য় কিস্তি বিজ্ঞপ্তির শেষ সময়ের পূর্বেই অর্থাৎ ২৯.০৩.১১ খ্রি: তারিখে ৩য় কিস্তি পরিশোধ করেছেন। এখানে সুদ/জরিমানা আদায়ের কোন সুযোগ নেই। এখানে কোন আর্থিক অনিয়ম হয়নি, বিধায় অডিট আপত্তির অংশটুকু নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো। আব্দুল হানিফ সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক এলাকায় প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করেন। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ তার আবেদন বিবেচনায় নিয়ে ১৭/বি নং সেক্টরের ৪/এ নং রাস্তার ২৬ নং প্লটটি বরাদ্দ প্রদান করেন। বরাদ্দ গ্রহীতা বরাদ্দ পত্রের শর্ত মোতাবেক প্লটের ১ম ও ২য় কিস্তির টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করেন। ৩য় কিস্তি পরিশোধের বিষয়ে বরাদ্দকৃত প্লটের দখল উপযোগী হলে এবং রাজউক দখল বুঝিয়ে দেয়ার বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করলে এবং বিজ্ঞপ্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩য় কিস্তি পরিশোধ করলে সুদ প্রযোজ্য হবে না। রাজউকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২৮.০৪.১৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৩য় কিস্তি পরিশোধ করার এবং প্লটের দখল বুঝে নেয়ার নির্ধারিত সময় ছিল। উক্ত সময়ের পরে সুদ আদায়যোগ্য হবে। বরাদ্দ গ্রহীতা ৩য় কিস্তি বিজ্ঞপ্তির শেষ সময়ের পূর্বেই অর্থাৎ ১৩.০৮.১৪ খ্রি: তারিখে ৩য় কিস্তি পরিশোধ করেছেন। এখানে সুদ/জরিমানা আদায়ের কোন সুযোগ নেই। প্রকল্পে উন্নয়নের বিভিন্ন জটিলতার কারণে বরাদ্দ গ্রহীতাগণ প্লট পরিবর্তনের জন্য আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ তাদের আবেদন বিবেচনায় নিয়ে প্লট পরিবর্তন করে থাকে। এখানে কোন আর্থিক অনিয়ম হয়নি বিধায় আপত্তির অংশটুকু নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কোটা পরিবর্তন করে প্লট বরাদ্দের বিষয়টি জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিস্তি পরিশোধ বিলম্বের কারণে জরিমানা আদায় না করার বিষয়ে উল্লিখিত জবাবের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ সংযুক্ত করা হয়নি। বিলম্বে কিস্তি পরিশোধের কারণে জরিমানা আদায়যোগ্য। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

কোটা পরিবর্তন করে প্লট বরাদ্দের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ এবং কিস্তি পরিশোধে বিলম্বের জন্য জরিমানা আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৩

শিরোনাম : বরাদ্দপত্রের শর্তানুযায়ী প্লটের মূল্য পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়নি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর অধীন এস্টেট-২, উত্তরা কার্যালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রি: হতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ল্যান্ড এবং এস্টেট এর নথিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয় এতে দেখা যায় যে,

- উত্তরা আবাসিক প্রকল্পে জনাব মো: হানিফ, পিতা-আব্দুর রহমান এর নামে বেসরকারি চাকরিজীবী কোটায় ৩ কাঠা আয়তনের সেক্টর-১০, রোড-১৪, প্লট-২৮ নং প্লটটি বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যার রূপান্তরিত আইডি-১০-২১-১৬, বরাদ্দের তারিখ ০৭/০২/১৯৯৩ খ্রি:।
- বরাদ্দপত্রের অনুচ্ছেদ-০২ অনুযায়ী সুদসহ ৩য় এবং শেষ কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ ১৫/০৩/৯৫ খ্রি: তারিখ। জনাব মো: হানিফ ১৩/০৩/৯৩ খ্রি: তারিখে ১ম কিস্তি পরিশোধ করে। পরবর্তীতে অবশিষ্ট কিস্তি সমূহ পরিশোধের আর কোন তথ্য নথিতে পাওয়া যায়নি। বরাদ্দপত্রের ৪ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে বরাদ্দ বাতিল হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু নথিটি পর্যালোচনায় রাজউক কর্তৃক প্লট বাতিল সংক্রান্ত কোন কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায়নি।
- উত্তরা আবাসিক প্রকল্পে জনাব মো: রুহুল আমিন ভূইয়া, পিতা মৃত: আলী আকবর ভূঁইয়ার নামে ক্ষতিগ্রস্থ কোটায় ৩ কাঠা আয়তনের ১০-২১-২৪ নং প্লটটি বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- বরাদ্দ গ্রহীতা ১ম কিস্তি পরিশোধের পর ৩০/০৩/৯৬ খ্রি: তারিখে মৃত্যু বরণ করলে রাজউক স্মারক নং-রাজউক/এষ্টেট/১১০২ তারিখ-২৬/১০/২০০৩ খ্রি: তারিখ মোতাবেক মিসেস আলেয়া বেগম গং, স্বামী মৃত-রুহুল আমিন ভূঁইয়ার নামে বরাদ্দপত্র সংশোধন করা হয়।
- বরাদ্দপত্রের অনু-০২ মোতাবেক প্লটের মূল্য বাবদ ৫ম কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ ০৩/০৯/৯৫ খ্রি: মিসেস আলেয়া বেগম গং এর আবেদনের প্রেক্ষিতে স্মারক নং-রাজউক/এষ্টেট/৮০০ তারিখ-১২/০৬/২০০৫ খ্রি: এর মাধ্যমে ২য়-৫ম কিস্তির ১৭% সুদসহ পরিশোধের তারিখ ১২/০৭/২০০৫ খ্রি: পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কিন্তু নথি পর্যালোচনায় অদ্যাবধি কিস্তি পরিশোধের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- এতে বরাদ্দপত্রের অনুচ্ছেদ-০৪ অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ গ্রহীতার বরাদ্দ বাতিলের উল্লেখ থাকলেও রাজউক কর্তৃক প্লট বাতিলের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি [পরিশিষ্ট-১৩ পৃ:-১৮]।

অনিয়মের কারণ :

বরাদ্দ পত্রের শর্ত নং-৪ যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

আলোচ্য অডিট আপত্তির জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, নথি পরীক্ষান্তে অডিট আপত্তির জবাব প্রস্তুত করে পরবর্তীতে প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব অন্তর্বর্তীকালীন। বরাদ্দ পত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং প্লটের মূল্য পরিশোধ না করায় বরাদ্দ বাতিলযোগ্য হলেও বাতিল করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

সংশ্লিষ্ট প্লটসমূহের বরাদ্দ বাতিলপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৪

শিরোনাম : আবাসিক প্লট অবৈধভাবে বাণিজ্যিক হিসেবে দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহার করা হলেও রাজউক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি যা পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ এবং লিজ দলিলের শর্তের পরিপন্থি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ল্যান্ড এর অধীন এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-২ কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ১৩-১২-২০১৭ খ্রি: হতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন নিরীক্ষাদল কর্তৃক উত্তরা রাজউক অফিস সংলগ্ন বিভিন্ন আবাসিক প্লট সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। সেক্টর ৪ ও ৬ এর আবাসিক প্লট সমূহ বাস্তব পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে,

- পরিশিষ্টে বর্ণিত প্লটগুলো উত্তরা ৬নং সেক্টরের রাজউক অফিস সংলগ্ন হওয়া সত্বেও অবৈধভাবে দীর্ঘদিন যাবত বরাদ্দ গ্রহীতা অনাবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। রাজউক অফিস সংলগ্ন এসব আবাসিক প্লট অবৈধভাবে অনাবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করলেও এস্টেট এন্ড ল্যান্ড এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।
- পরিশিষ্টে উল্লিখিত সেক্টর নং- ৪ ও ৬ সেক্টরের প্লটসমূহে অবৈধভাবে অনাবাসিক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। Standard lease agreement for residential Land এর ধারা-৮ অনুযায়ী বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক আবাসিক প্লটকে অনাবাসিক হিসেবে ব্যবহার করতে হলে লিখিতভাবে বরাদ্দকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে বরাদ্দ গ্রহীতাগণ কর্তৃক অবৈধভাবে এসব আবাসিক প্লটকে অনাবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করে আবাসিক এলাকার পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে। রাজউক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবৈধ ব্যবহারকারীগণের বিরুদ্ধে লিজ ডিড অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না [পরিশিষ্ট-১৪ পৃ:-১৯]।

অনিয়মের কারণ :

Standard lease agreement for residential Land এর ধারা-৮ লিজ ডিডের শর্ত পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

আলোচ্য অডিট আপত্তির জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, উত্তরা আবাসিক এলাকার ৪ নং হতে ৬ নং সেক্টরের বিভিন্ন আবাসিক প্লটে অনাবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধের জন্য পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন), সংশ্লিষ্ট অথরাইজড্ অফিস এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (উত্তর) ঢাকা, রাজউক বিভাগকে পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত দপ্তর মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ কার্যক্রমের পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ হলে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে বিষয়টি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

লিজ ডিডের শর্ত অনুযায়ী অবৈধ ব্যবহারকারীগণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল যা রাজউক কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

লিজ ডিডের শর্ত ভঙ্গ করে আবাসিক প্লটকে অনাবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীগণের বিরুদ্ধে লিজ ডিডের শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১৫

শিরোনাম : কাল্পনিক তথ্য দিয়ে পৃথকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোটায় আবেদনকৃত আবেদন/বরাদ্দ বাতিল না করে যোগসাজশের মাধ্যমে যৌথ নামে অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ প্রদান।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ল্যান্ড এর আওতাধীন এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-২ কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ১৩-১২-২০১৭ খ্রি: হতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন ল্যান্ড এবং এস্টেট এর নথিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রাদিসহ উত্তরা ৩য় পর্ব প্রকল্পের ১৫/এ নং সেক্টরের ২/এ নং রাস্তার ৩ কাঠা আয়তনের ৪২ নং প্লটের নথিটি পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে,

- জনাব খন্দকার বজলে মওলা এবং জনাব কাজী জিন্নত আলী উত্তরা আবাসিক প্রকল্পে (৩য় পর্ব) ক্ষতিগ্রস্ত কোটায় পৃথকভাবে আবেদন করেন। আবেদন পত্র অনুযায়ী তাদের জমি এওয়ার্ড, জামানতের রশিদ নং, জমাকৃত টাকার অংক ভিন্নভিন্ন ছিল। আবেদনের প্রেক্ষিতে উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাটাগরিতে ০২ টি প্লট সাময়িক বরাদ্দ প্রাপ্ত হন এবং নিয়মানুযায়ী ১ম কিস্তির অর্থ পরিশোধ করেন। ১৬.৫০ শতাংশের কম জমির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্লট প্রাপ্তির অযোগ্য। এক্ষেত্রে উভয় আবেদনকারী আবেদনে জমির পরিমাণ ১৬.০০ শতাংশের বেশি উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে যাচাইকালে যখন আবেদনকারীদের জমির পরিমাণ ১৬.৫০ শতাংশের কম হওয়ায় চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্র জারি করা হয়নি।
- ১০/০৪/১৪ খ্রি: তারিখে জনাব খন্দকার বজলে মাওলা এবং জনাব কাজী জিন্নত আলী যৌথ আবেদনপত্রে বড় রাস্তার পাশে ০৩ কাঠা আয়তনের একটি প্লট যৌথভাবে বরাদ্দের আবেদন জানান। ৬/২০১২ তম সাধারণ সভায় আবেদনকারীদের প্লটের চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মর্মে উল্লেখ রয়েছে। ৬/২০১২ তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর ৩৯ নং অনুচ্ছেদ পর্যালোচনায় জানা যায় উত্তরা ৩য় পর্বে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুকূলে প্লট বরাদ্দের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের ৫/২০১০ তম সভায় গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটির ২০/০৫/২০১২ প্রতিবেদন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে ১০/০৪/২০১৪ খ্রি: তারিখের আবেদন কিভাবে ৬/২০১২ তম সাধারণ সভায় উপস্থাপিত হলো তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, ১৫/০৪/২০১৪ খ্রি: তারিখে উপস্থাপিত নথি ১৭/০৪/২০১৪ খ্রি: তারিখে চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত/স্বাক্ষরিত হয় [পরিশিষ্ট-১৫ পৃ:-২০]।

অনিয়মের কারণ:

বরাদ্দ নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে প্লট বরাদ্দের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে জনাব কাজী জিন্নত আলী এওয়ার্ড ক্রমিক নং-১২৭/৫ এর মাধ্যমে আবেদন করেন। এওয়ার্ড অনুযায়ী জমির পরিমাণ ০.১০০২৪ একর অপরদিকে খন্দকার বজলে মাওলা ১৮৩/খ, ১৮৪/৪ এওয়ার্ড ক্রমিকের মাধ্যমে প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করেন। এওয়ার্ড ক্রমিক অনুযায়ী জমির পরিমাণ (০.০৮২+০.০১৬৫) একর। পরবর্তীতে তারা যৌথভাবে প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ তাদের আবেদন যাচাই-বাছাই করে ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে ১৫/এ নং সেক্টরের ২/এ নং রাস্তার ৩ কাঠা আয়তনের ৪২ নং প্লটটি বরাদ্দ প্রদান করেন। এখানে যৌথ এওয়ার্ড অনুযায়ী জমির পরিমাণ ১৬.৫০ শতাংশের উপরে। এখানে মিথ্যা তথ্য বা যোগসাজশের কোন আশ্রয় নেয়া হয়নি। সুতরাং অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। বরাদ্দ নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে প্লটের আবেদনকারীদের নূন্যতম জমির পরিমাণ ৬.৫০ শতাংশ হতে হবে। এক্ষেত্রে এককভাবে ১৬.৫০ শতাংশ জমি না থাকলে যৌথভাবে আবেদনের সুযোগ ছিল। কিন্তু জনাব কাজী জিন্নাত আলী এবং জনাব খন্দকার বজলে মাওলা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৃথকভাবে আবেদন করেন। পরবর্তীতে এওয়ার্ড যাচাইয়ে জমির পরিমাণ ১৬.৫০ শতাংশের কম থাকায় বরাদ্দ বাতিল করা হয়। বরাদ্দ বাতিলের দীর্ঘদিন পর অর্থাৎ ১০-৪-১৪ খ্রি: তারিখের যৌথ আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনরায় যৌথভাবে বরাদ্দ করা হয়। ১০-৪-২০১৪ খ্রি: তারিখের আবেদন কিভাবে ০৬/২০১২ তম বোর্ড সভায় উপস্থাপিত হলো তার জবাব প্রদান করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

মিথ্যা তথ্য দিয়ে বাতিলযোগ্য আবেদন এর অনুকূলে যোগসাজশের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা আবশ্যক এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১৬

শিরোনাম : বাতিলযোগ্য আবেদনের অনুকূলে অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ প্রদান, লিজ দলিল রেজিস্ট্রি ও বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক প্লট হস্তান্তর।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ল্যান্ড এর আওতাধীন এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-৩ কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ১৩-১২-২০১৭ খ্রি: হতে ২৬-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে ২৩ নং সেক্টরের ৪০৮ নং রাস্তার ০৩২ নং প্লটের নথিটি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে জনাব মাহমুদ ইউ তুহিন, পিতা-আলহাজ্জ আ. ফ. ম. অহিদ এর ১৫/০৭/২০০২ খ্রি: তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ক্যাটাগরিতে ১৬/০৮/২০০৫ খ্রি: তারিখে চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১৯/১২/১৬ খ্রি: তারিখে লিজ দলিল রেজিস্ট্রি সম্পন্ন হয়। ২৫/০১/২০১৭ খ্রি: তারিখে (১) মোহাম্মদ সোহেল আহমেদ এবং (২) এনামুল করিম খান এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।
- পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ২০০৩ এর ১০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ক্যাটাগরিতে আবেদনকারীগণের মধ্যে তাদের বয়স এবং বার্ষিক আয়ের (আয়কর রিটার্ণে প্রদত্ত আয়) ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। পূর্বাচল আবাসিক এলাকায় প্লট বরাদ্দের প্রসপেক্টাস (২০০১) এর ক্র: নং ০৯, ১৪ এবং ২১ নং শর্ত নিম্নরূপ-
- ক্রমিক নং-০৯ আবেদনকারীর অবশ্যই নিজস্ব আয় থাকতে হবে।
- ক্রমিক নং-১৪ আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট আয়কর অফিস হতে বাৎসরিক আয়ের সনদপত্র দাখিল করতে হবে। ফটোকপি অথবা সত্যায়িত কপি গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ক্রমিক নং-২১ অসম্পূর্ণ এবং ভুল তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হবে। তথ্য গোপন করলে বা ভুল তথ্য পরিবেশন করে কেউ প্লট বরাদ্দ লাভ করলে তার বরাদ্দ বাতিল পূর্বক জামানতের টাকা বাজেয়াপ্তসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- জনাব মাহমুদ ইউ তুহিন এর আবেদনের সাথে সংযুক্ত আয়কর সনদে শুধু টি আই এন নম্বর রয়েছে কিন্তু বার্ষিক আয়ের উল্লেখ নেই। প্লট বরাদ্দের প্রসপেক্টাস এবং বরাদ্দ নীতিমালা অনুযায়ী উল্লিখিত আবেদন পত্রটি বাতিলযোগ্য ছিলো। কিন্তু এক্ষেত্রে আবেদন বাতিল না করে অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-১৬ পৃ:-২১]।

অনিয়মের কারণ :

প্লট বরাদ্দ নীতিমালা এবং বিজ্ঞপ্তির শর্ত পরিপালন না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উত্থাপিত অডিট আপত্তির বিপরীতে জানানো যাচ্ছে যে, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২৩-৪০৮-০৩২ নং প্লটের নথি যাচাই করে দেখা যায় আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত আয়কর সনদে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ উল্লেখ না থাকলেও দাখিলকৃত মূল আবেদন ৮ নং কলামে বর্ণিত আয়ের পরিমাণ উল্লেখ রয়েছে (কপি সংযুক্ত)। এমতাবস্থায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ২০০৩ এর ১০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ক্যাটাগরিতে আবেদনকারীদের মধ্যে তাদের বয়স এবং আয়কর রিটার্নে প্রদত্ত আয়ের ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। বরাদ্দগ্রহীতার আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত আয়কর সনদে আয়ের উল্লেখ নেই। বরাদ্দ নীতিমালা অনুযায়ী আবেদনপত্রটি বাতিলযোগ্য। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

বাতিলযোগ্য আবেদনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১৭

শিরোনাম : পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে নীতিমালা লঙ্ঘন পূর্বক আদিবাসী কোটায় একই ব্যক্তিকে একের অধিক প্লট বরাদ্দ প্রদান।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ল্যান্ড এর অধীন এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-৩ কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ১৩-১২-২০১৭ খ্রি: হতে ২৬-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-৩ এর প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- মো: ইমান আলী আদিবাসী কোটায় প্লট বরাদ্দের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজউক কর্তৃক ৫ কাঠা আয়তনের কোড নং-৪০১০৪ প্লট নং-১০-৪০৯-২৬ প্লটটি তার অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দ গ্রহীতার লিজ দলিল রেজিস্ট্রিকরণের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজউক এমআইএস কর্তৃক নোট পৃ: ৭, টোকা অনু: ২৩ এ উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত ব্যক্তি জনাব, ইমান আলী নামে আরেকটি প্লট বরাদ্দ আছে যার কোড নং-৪১৭০৮, কিন্তু নোট পৃ: ৮ এর টোকা অনু-২৪/২৫/২৬ এর পর্যালোচনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, ঘরের এওয়ার্ড সমূহ অর্থাৎ ২০(ক) এওয়ার্ড দিয়ে একটি এবং এওয়ার্ড নং-৩৯,২০(খ) এওয়ার্ড দিয়ে একটি আলাদা আলাদা প্লটের প্রাপ্তি বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।
- এখানে উল্লেখ্য যে, ২০(ক) ও ২০(খ) বাই এওয়ার্ড হওয়া সত্বেও আলাদা আলাদা প্লট প্রদান করা হয়েছে। এমআইএস কর্তৃক উল্লিখিত বিষয়ে অর্থাৎ একই ব্যক্তি জনাব মো: ইমান আলী কর্তৃক প্রাপ্ত দুইটি প্লটের একটি বাতিলযোগ্য হলেও উক্ত বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে অর্থাৎ তা বাতিল না করে লিজ দলিল রেজিস্ট্রির সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে বরাদ্দ গ্রহীতা উক্ত প্লট ১০-৪০৯-২৬ মো: তৈয়ব আলীর নিকট হস্তান্তর করেন [পরিশিষ্ট-১৭ পৃ:-২২]।
- বরাদ্দ পত্রের নীতিমালা এর ৪ নং শর্ত মোতাবেক একই ব্যক্তি একটি মাত্র প্লট বরাদ্দ প্রাপ্ত হবেন যা এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ:

বরাদ্দ নীতিমালা পরিপালন না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উত্থাপিত অডিট আপত্তির বিপরীতে জানানো যাচ্ছে যে, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে আদিবাসী কোটায় বিভিন্ন সময়ে এল এ শাখা কতৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিক এওয়ার্ড প্রদান করায় প্লট বরাদ্দ প্রদান করায় এবং তৎকালীন MIS এরমাধ্যমে ডাটাবেজ চালু না থাকায় একই ব্যক্তি একাধিক প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন। বর্তমানে MIS শাখা চালু থাকার প্রেক্ষিতে নথি MIS শাখা কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা হয়। যাচাই বাছাইকালে একই ব্যক্তির একটি এওয়ার্ডের অনুকূলে একাধিক প্লট বরাদ্দ পেলে কর্তৃপক্ষের সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে তার একটি বাতিল করা হয়। আলোচ্য প্লটের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি যদি দুইটি প্লট পেয়ে থাকে তাহলে যাচাই বাছাইয়ান্তে একটি প্লট বাতিল করা হবে। এমতাবস্থায় অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। একই ব্যক্তির নামে অনিয়মিতভাবে একের অধিক প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই করে প্লট বাতিলপূর্বক নিরীক্ষা দপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়।পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

জনাব মো: ইমান আলী এর নামে বরাদ্দকৃত ০২টি প্লটের মধ্যে ০১টির বরাদ্দ বাতিল করে নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৮

শিরোনাম : দীর্ঘদিন যাবত আদিবাসী ক্যাটাগরিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদান করা হচ্ছে না।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ল্যান্ড এর অধীন এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-৩ কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ১৩-১২-২০১৭ খ্রি: হতে ২৬-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-৩ এর প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নথি মোছা: নাজমা খাতুন, কোড-৫৫০৩৪, প্লট আইডি-২৪-৩০২-০২, মোছা: খাদিজা বেগম, কোড-৫৫০৩৪, প্লট আইডি-২৪-৩০২-০৪ নথিসমূহ বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন করা হয়নি।

- রাজউক কর্তৃক আদিবাসী ক্যাটাগরিতে জনাব মোছা: খাদিজা বেগম, পিতা মৃত:-আহমেদ বেপারী, পো-উলুখলা, থানা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর এবং মোছা: নাজমা খাতুন এর নামে ২৫/০৮/২০১৫ খ্রি: তারিখে প্লট সাময়িক বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দ গ্রহীতা মোছা: খাদিজা বেগম, প্লট আইডি-২৪-৩০২-০৪ এবং মোছা: নাজমা খাতুন, প্লট আইডি-২৪-৩০২-০২ দীর্ঘদিন যাবত প্লট বরাদ্দের চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রের জন্য রাজউক বরাবর আবেদন করার পরও বরাদ্দগ্রহীতাগণ কোন কারণ ব্যতীত চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদান করা হচ্ছে না। নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে উক্ত প্লটদ্বয়ের বরাদ্দগ্রহীতাগণ কর্তৃক নিরীক্ষা দলের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। তারা জানান যে, ০২/০২/২০১৭ খ্রি: তারিখে তারা চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রের জন্য রাজউক বরাবর আবেদন করেন। যাতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এবং তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব এম রহমত উল্লাহ মহোদয় আবেদনকারীর আবেদনের বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে মীমাংসা করার জন্য সুপারিশ করেন। এবং উক্ত পত্রটি রাজউক কর্তৃক ১৬/০২/২০১৭ খ্রি: তারিখে গৃহীত হয়। তারা আরও জানান যে, কে বা কাহারা তার চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্রটি রাজউক থেকে গ্রহণ করেছে তারা তা জানেন না [পরিশিষ্ট-১৮ পৃ:-২৩]। দীর্ঘ প্রায় ১১ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উক্ত বিষয়ে রাজউক কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার বিষয়ে দায়ী ব্যক্তি চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

অনিয়মের কারণ :

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও কর্তব্য কাজে অবহেলা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উত্থাপিত অডিট আপত্তির বিপরীতে জানানো যাচ্ছে যে, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের মোসা: নাজমা খাতুন কোড নং-৫৫০৩৪ প্লট আইডি ২৪-৩০২-০২ মোসা: খাদিজা বেগম কোড নং-৫৫০৩৪ প্লট আইডি ২৪-৩০২-০৪ এর বরাদ্দ গ্রহীতাদের বিপরীতে চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্র জারি করা হয়েছে। বর্তমানে বরাদ্দ গ্রহীতাগণ অভিযোগ করেন যে, তারা চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্র পাননি। তার অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলমান। এমতাবস্থায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকারোক্তিমূলক হলেও আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও মূল বরাদ্দ গ্রহীতাগণের নামে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদান করা হয়নি। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার দুর্বলতা ও কর্তব্য কাজে অবহেলা প্রতীয়মান হয়। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

বরাদ্দ গ্রহীতাদের নামে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদান করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৯

শিরোনাম : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ বরাদ্দ গ্রহীতাদের প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়নি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ল্যান্ড এর অধীন এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-৩ কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ১৩-১২-২০১৭ খ্রি: হতে ২৬-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-৩ এর প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- পূর্বাচল আবাসিক প্রকল্পে বরাদ্দ প্রাপ্তদের প্লটের চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্রের ২নং অনুচ্ছেদে কিস্তি পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। বরাদ্দ পত্রের ৪ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে বরাদ্দ বাতিল হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু নথিগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় প্লট বাতিল সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম রাজউক কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি [পরিশিষ্ট-১৯ পৃ:-২৪]।
- বরাদ্দ পত্রের শর্তানুযায়ী প্লটের মূল্য পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও প্লটের বরাদ্দ বাতিল/জরিমানা করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

বরাদ্দ পত্রের শর্ত নং-০৪ পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উত্থাপিত অডিট আপত্তির বিপরীতে জানানো যাচ্ছে যে, কর্তৃপক্ষের ১১/২০১১ তম সভার সিদ্ধান্ত মতে নথিতে রক্ষিত প্লট গ্রহীতার সংশ্লিষ্ট দলিল পত্র যাচাই বাছাই করে সন্তোষজনক হলে রাজউকের বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দকৃত প্লটের ২য় কিস্তির টাকা পরিশোধের সময়সীমা ০৩(তিন) বৎসর পর্যন্ত উপ-পরিচালক (এস্টেট), ০৫ (পাচঁ) বৎসর পর্যন্ত পরিচালক (এস্টেট) এবং ০৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত সদস্য (এস্টেট) মঞ্জুর করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সাত বৎসরের উর্ধ্বে সময়সীমার প্লট বাতিলের প্রস্তাবসহ কর্তৃপক্ষের সভার বিষয় ভিত্তিক (Case to Case) উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এমতাবস্থায়, উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কিস্তি পরিশোধ করায় উক্ত অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ নির্ধারিত সময়ে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ বরাদ্দ গ্রহীতাদের প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়নি যা বরাদ্দের শর্ত নং-০৪ মোতাবেক বাতিল করা আবশ্যক। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

বরাদ্দ বাতিল করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ২০

শিরোনাম : রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২/২০১৩ তম বোর্ড সভায় বাতিলকৃত বরাদ্দ প্রাপকগণকে ৭/২০১৩ তম বোর্ড সভায় পুনঃবরাদ্দ প্রদান।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ের অধীন ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ১৩-১২-২০১৭ খ্রি: তারিখ হতে ২৬-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প এর প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নথিপত্র ও বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ক্যাটাগরিতে ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে আয়কর প্রদানকারী যারা আবেদন করেন তাদের ক্ষেত্রে ২/২০১৩ বোর্ড সভার নিমেণাক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যে সকল আবেদনকারী ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি (১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে আয়কর প্রদানকারী) ক্যাটাগরিতে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু প্রদত্ত আয়কর সনদে কর পরিশোধের পরিমাণ উল্লেখ নেই তাদের নির্বাচন বাতিল করা হলো।
- জনাব মো: খালিদ হোসেন ও জনাব মো: মফিজুর রহমান (মিলন) উভয়েই আবেদন পত্রের সাথে আয়কর সনদ (উল্লেখপূর্বক) প্রদান না করায় তাদের আবেদন বাতিলযোগ্য। তথাপিও ৭/২০১৩ তম বোর্ড সভায় বাতিলযোগ্য আবেদনে তাদের প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়। [পরিশিষ্ট-২০ পৃ:-২৫]।

অনিয়মের কারণ :

প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ও বিজ্ঞপ্তির শর্ত পরিপালন না করে বাতিলযোগ্য আবেদন পত্রের অনুকূলে অনিয়মিতভাবে প্লটের বরাদ্দ প্রদান।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

জনাব মো: খালিদ হোসেন ও জনাব মো: মফিজুর রহমান (মিলন) এদের পত্রের সাথে সংযুক্ত আয়কর সনদে করের পরিমাণ উল্লেখ না থাকায় ২/২০১৩ তম বোর্ড সভায় তাদের বরাদ্দ বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে তাদের দাখিলকৃত আয়কর সনদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হলে তাদের আয়কর সনদ সঠিক আছে মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে প্রত্যয়ন পত্র পাওয়া যায়। সে প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের ৭/২০১৩ তম বোর্ড সভায় পুনরায় বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যেহেতু এ বিষয়ে সরকারের কোন আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই তাই আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। ঝিলঝিল আবাসিক প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ও প্রসপেক্টাসে উল্লিখিত ক্যাটাগরিসমূহের মধ্যে ''ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি (১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে) আয়কর প্রদানকারী'' একটি ক্যাটাগরি। এছাড়া আবেদন ফরমেও আবেদনকারীর ক্যাটাগরি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। সকল আবেদনকারীর ক্ষেত্রেই নিজস্ব আয় থাকতে হবে এবং আয়কর সনদসহ আবেদন এর শর্ত ছিল। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি (১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে আয়কর প্রদানকারী) ক্যাটাগরিতে কোন আবেদনকারীর আয়কর সনদে বার্ষিক প্রদত্ত করের পরিমাণ উল্লেখ না থাকলে বা ১০ লক্ষ টাকার কম থাকলে তার আবেদনই বাতিলযোগ্য এবং বাতিলযোগ্য আবেদনের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ প্রদানের কোন সুযোগ নাই। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

জবাব মো: খালিদ ও জনাব মো: মফিজুর রহমান (মিলন) এর নামে ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে বাতিলযোগ্য আবেদনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্লটসমুহ বাতিল করে নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ২১

শিরোনাম : Floor Area Ratio (FAR) Calculation ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী ভবনের প্রাপ্য উচ্চতা তলার চেয়ে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার প্ল্যান অনুমোদন।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজউক এর অধীন উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এর আওতাধীন জোন-০১, জোন-০২, জোন-০৩, জোন-০৪, জোন-০৫, জোন-০৬, জোন-০৭ ও জোন-০৮ রাজউক, অফিসের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ১৩-১২-২০১৭ খ্রি: তারিখ হতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে ভবনের প্ল্যান অনুমোদন সংক্রান্ত নথি নোটিশ জারি সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- Floor Area Ratio (FAR) Calculation ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী প্রাপ্য তলার চেয়ে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উচ্চতা/তলার প্ল্যান অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে [পরিশিষ্ট ২১(১-৯) পৃ:-(২৬-৩৬)]।
- পরিশিষ্টে উল্লিখিত প্লটসমূহের সম্মুখের রাস্তার নির্ধারিত প্রশস্ততা না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি-১(১) মোতাবেক সর্বোচ্চ এফএআর ও এমজিসি অনুযায়ী ক্যালকুলেশন করে প্রাপ্য উচ্চতা তলা নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্যালকুলেশন অনুযায়ী প্রাপ্য উচ্চতা তলার চেয়ে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার প্ল্যান অনুমোদন করে উক্ত বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে।
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি-৫০(১) মোতাবেক সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য ভূমি আচ্ছাদন (এম জি সি) প্লটের পরিমাণ ইমারতের ব্যবস্থার এবং রাস্তার প্রশস্তাতার ওপর ভিত্তি করে তলা নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে (এম জি সি) সঠিকভাবে ক্যালকুলেশন না করে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

ইমারত বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ১(১) ও বিধি ৫০(১) যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অথরাইজড্ অফিসার-০১ :

উক্ত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা মহানগর ইমরাত (নির্মাণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি-৫০ ও বিধি-৫১ এ সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য ভূমি আচ্ছাদন (MGC) ও সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য FAR এর বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা আছে। FAR (Floor Area Ration) ও MGC (Maximum Ground Coverage) নির্ধারিত হয় প্লটের পরিমাণ, ব্যবহারের প্রকারভেদ এবং রাস্তার প্রস্থের উপর ভিত্তি করে। বিধিতে MGC (Maximum Ground Coverage) এর সর্বোচ্চ সীমা উল্লেখ আছে কিন্তু সর্বনিম্ন সীমা উল্লেখ নেই। সেক্ষেত্রে সর্বমোট ফ্লোর এরিয়া ঠিক রেখে MGC এর মান অতিক্রম না করে, সামঞ্জস্যপূর্ণ মান পর্যন্ত কমিয়ে মোট ফ্লোর এরিয়া ঠিক রেখে ভবনের তলার সংখ্যা বিবেচ্য হয়। আপত্তিকৃত নথিগুলোকে MGC এর মান অতিক্রম না করে, সামঞ্জস্যপূর্ণ মান পর্যন্ত কমিয়ে মোট ফ্লোর এরিয়া ঠিক রেখে ভবনের তলার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এক্ষেত্রে, নকশা অনুমোদন ইমারত বিধি মোতাবেক হয়েছে। পরিশিষ্টে তালিকার ক্রমিক নং-১ হতে ৬ ইমারত এর ক্ষেত্রে একই জবাব প্রযোজ্য। এমতাস্থায়, অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অথরাইজড্ অফিসার-০২ :

ক) রাজউক কর্তৃক বা রাজউকের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক কোন নকশা প্রণয়ন করা হয়নি। প্লটের মালিক 'ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৮' এর বিধি ১৩,৪১,৪৩ অনুযায়ী কারিগরি ব্যক্তিবর্গ (স্থপতি/প্রকৌশলী) নিয়োগ করত তাদের মাধ্যমে ইমারতের ধরণ ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ইমারতের নকশা প্রণয়ন করে থাকেন। উক্ত প্রণয়নকৃত নকশা রাজউকে অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হলে এবং তা বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা করলে তা সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গঠিত বিসি কমিটির কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়ে থাকে। 'ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধামালা ২০০৮' এ নকশা প্রণয়নকারী স্থপতি ও প্রকৌশলীর জন্য FAR (Floor Area Ratio) এর সূচক এবং MCG (Maximaum Ground Coverage) এর মান নির্ধারণের বিষয়ে বিধি ৫০, বিধি ৫১, বিধি ৫৪ এবং রাজউক এর নগর পরিকল্পনা শাখার ছাড়পত্র বিবেচনা করার জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে। বিধি ৫১ অনুযায়ী FAR (Floor Area Ratio) এর মান নির্ধারণের জন্য প্লটের পরিমাণ, রাস্তার প্রস্থ, ব্যবহারের প্রকারভেদ বিবেচনা করে সারণী-৩ (ক) হতে সরকারি ৩ (চ) [পরিশিষ্ট-২১(১-৯) পৃ:-(২৭-৩৭)] অনুসরণ করত: নকশা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। MCG এর পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিধি ৫০ অনুযায়ী প্লটের পরিমাণ, ইমারতের ব্যবহার এবং রাস্তায় প্রস্থের উপর ভিত্তি করে সারণি-৩ (ক) হতে সারণি-৩ (চ) অনুসরণ করা

হয়। অডিট দল কর্তৃক উল্লিখিত ভবন সমূহের নথিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সম্মুখের রাস্তার নির্ধারিত প্রশস্ততা প্লটের পরিমাণ, ব্যবহারের প্রকারভেদ বিবেচনা করেই FAR এর সূচক MGC ও ভবনের তলা, ইমারত নির্মাণ অনুমোদন ফি নির্ধারণ করে নকশা প্রণয়নকারী স্থপতি/প্রকৌশলীর প্রত্যয়ন পূর্বক আবেদনকারী রাজউকে নকশা জমা দিয়েছেন। FAR Calculation অনুযায়ী সঠিকভাবে স্থপতি কর্তৃক প্রস্তাবিত ইমারতের উচ্চতা/তলা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ইমারত নির্মাণ অনুমোদন ফি যথাযথভাবে জমা দেয়া হয়েছে বিধায় তা বিসি কমিটি কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।

- উল্লেখ্য যে, ''ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এ (২০০৮ সালের পূর্বে) ''ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা সম্মুখবর্তী রাস্তার প্রস্থ এবং ইমারত ও রাস্তার মধ্যবর্তী উন্মুক্ত স্থানের যোগফলের দুইগুণ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। 'ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৮' উচ্চতা/তলা নির্ধারণের বিষয়ে Flexibility বা শীথিলতা রয়েছে যা পূর্ববর্তী ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এ ছিলনা। বিধিমালা ২০০৮ এর ক্ষেত্রে উচ্চতা/তলা নির্ধারণে নিমেণাক্ত সূত্র অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সূত্র: মোট জমির ক্ষেত্রফল ×FAR জমির ক্ষেত্রফল × MGC এর শতকরা হার=উচ্চতা/তলা। উল্লেখ্য যে, অনুমোদনযোগ্য ভূমি আচ্ছাদন বা MGC এর সর্বোচ্চ সীমা উল্লেখ্য করা হয়েছে কিন্তু সর্বনিম্ন সীমা উল্লেখ করা নেই। সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ MGC এর মান অতিক্রান্ত না করে Floor Area এর পরিমাণ নির্ধারণ করে ভবনের মোট তলার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আলোচ্য আপত্তিকৃত নথিসমূহে সর্বোচ্চ MGC এর মান অতিক্রান্ত না করে বিধিমালার অন্যান্য সকল বিধি অনুসরণ করত: MGC এর পরিমাণ কমিয়ে ভবনের তলার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে; এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তলা হিসেব করার সময় বিধিমালার ব্যত্যয় হয়নি মর্মে নথিসমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়।এখানে আরও উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রস্তাবিত ইমারত সমূহের উচ্চতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) কর্তৃক কোন উচ্চতার সীমা নেই ; তাই অডিট দল কর্তৃক যে মন্তব্য করা হয়েছে অর্থাৎ ''প্রাপ্য তলা চেয়ে অতিরিক্ত তলার প্ল্যান অনুমোদন করে বিধি লঙ্ঘন'' তা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত নয়। বর্ণিত অবস্থা, যেহেতু আবেদনকারী কর্তৃক ইমারত নির্মাণ অনুমোদন ফি পরিশোধ করা হয়েছে এবং স্থপতি/প্রকৌশলী কর্তৃক বিধিমালা অনুযায়ী নক্শা প্রণয়ন করা হয়েছে সেহেতু অডিট দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিটি 'ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধামালা ২০০৮' এর সাথে কোন ব্যত্যয় না থাকায় উপরিউক্ত বর্ণনা ও সংযুক্ত প্রমাণকের ভিত্তিতে আলোচ্য অডিট আপত্তি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অথরাইজড্ অফিসার -০৩ :

পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-১ হতে ১৪ পর্যন্ত ইমারতগুলো ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ বিধি ৫০(১) লঙ্ঘন করে অনুমোদন দেয়া হয়নি । উল্লেখ্য যে, ইমারত বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৫০ ও বিধি ৫১ তে সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য ভূমি আচ্ছাদন। (MGC) ও সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য FAR এর বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা আছে। FAR (Floor Area Ra:io) ও MGC (Maximum Ground Coverage) নির্ধারিত হয় প্লটের পরিমাণ ব্যবহারের প্রকারভেদ এবং রাস্তার প্রস্থের উপর ভিত্তি করে। বিধিতে MGC (Maximum Ground Coverage) এর সর্বোচ্চ সীমা উল্লেখ আছে। সর্বনিম্ন সীমা উল্লেখ নেই। সেক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে ফ্লোর এরিয়া ঠিক রেখে MGC এর মান অতিক্রম না করে ভবনের মোট তলার সংখ্যা বিবেচ্য হয়। আপত্তিকৃত নথিগুলোতে MGC এর মান অতিক্রম না করে সামঞ্জস্যপূর্ণ মান পর্যন্ত কমিয়ে মোট ফ্লোর এরিয়া ঠিক রেখে ভবনের তলার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বিধিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে নকশাগুলোর অনুমোদন দেয়া হয়নি। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত তথ্য ও জবাবের প্রেক্ষিতে উক্ত অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

অথরাইজড্ অফিসার-০৪/১-২ :

সাধারণত ভবনের উচ্চতা, প্রতি তলার আয়তন, সর্বমোট আয়তন, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৮ ও BNBC অনুসরণ করা হয়। নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ভবনের উচ্চতা, প্রতি তলার আয়তন, সর্বমোট আয়তন, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমাল ২০০৮ এর বিধি ৫১(১) এর সারণি- ৩(ক), ৩(খ), ৩(গ), ৩(ঘ) এবং ৩(ঙ) হতে এবং বিধি ৫১(১১) এবং বিধি ৫৪ মোতাবেক নির্ধারণ করা হয়। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত তথ্য ও জবাবের প্রেক্ষিতে উক্ত অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো ।

অথরাইজড্ অফিসার ০৪/৩

অডিট আপত্তিতে উল্লিখিত প্রাপ্য তলার হিসাব সর্বোচ্চ MGC অনুযায়ী করা হয়েছে, কিন্তু মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় সর্বোচ্চ MGC এর কথা উল্লেখ থাকলেও সর্বনিম্ন MGC কত দেয়া যাবে তা উল্লেখ নেই, এমতাবস্থায় বিসি কমিটির বিবেচনায় প্রস্তাবিত রাস্তার ও প্লটের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে FAR calculation গুলোতে সর্বোচ্চ MGC এর কম MGC নিয়ে তলার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এটি কোনভাবেই বিধি বহির্ভূত নয়। বিদ্যমান রাস্তার প্রশস্ততা কম হলেও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের প্রস্তাবিত রাস্তার প্রশস্ততা কম হলেও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রে প্রস্তাবিত রাস্তার প্রশস্ততার জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া হবে মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামা জমা দেওয়ায় বিধি মোতাবেক নকশা অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রদত্ত জবাব বিবেচনা করে আপত্তিটি প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হলো।

অথরাইজড্ অফিসার -০৫ :

অডিট আপত্তিতে উল্লিখিত প্রাপ্য তলার হিসাব সর্বোচ্চ MGC অনুযায়ী করা হয়েছে। কিন্তু মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় সর্বোচ্চ MGC এর কথা উল্লেখ থাকলেও সর্বনিম্ন অনুমোদনযোগ্য MGC এর কথা উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় বিসি কমিটির বিবেচনায় প্রস্তাবিত রাস্তা ও প্লটের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে FAR Calculation গুলোতে সর্বোচ্চ MGC এর কম MGC নিয়ে তলার সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু এটি কোনমতেই বিধি বহির্ভূত নয়। বিদ্যমান রাস্তার প্রশস্ততা কম হলেও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রে প্রস্তাবিত রাস্তার প্রশস্ততার জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া হবে মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামা জমা দেয়ার বিধি মোতাবেক নকশা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রদত্ত জবাব বিবেচনা করে আপত্তিটি প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হলো।

অথরাইজড্ অফিসার-০৬ :

অডিট আপত্তিতে উল্লিখিত প্রাপ্য তলার হিসাব সর্বোচ্চ MGC অনুযায়ী করা হয়েছে। কিন্তু মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় সর্বোচ্চ MGC এর কথা উল্লেখ থাকলেও সর্বনিম্ন অনুমোদনযোগ্য MGC এর কথা উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় বিসি কমিটির বিবেচনায় প্রস্তাবিত রাস্তা ও প্লটের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে FAR Calculation গুলোতে সর্বোচ্চ MGC এর কম MGC নিয়ে তলার সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু এটি কোনমতেই বিধি বহির্ভূত নয়। বিদ্যমান রাস্তার প্রশস্ততা কম হলেও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রে প্রস্তাবিত রাস্তার প্রশস্ততার জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া হবে মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামা জমা দেয়ার বিধি মোতাবেক নকশা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রদত্ত জবাব বিবেচনা করে আপত্তিটি প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হলো।

অথরাইজড্ অফিসার -০৭ :

উল্লিখিত অডিট আপত্তিতে প্রাপ্ত তলার হিসাব সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন (MGC) এর সীমা অনুযায়ী করা হয়েছে, কিন্তু বিধি ৫১ এর সারণি ৩(ক) থেকে সারণি ৩(চ) এ শুধুমাত্র MGC এর সর্বোচ্চ সীমার উল্লেখ আছে অর্থাৎ উক্ত সীমার মধ্যে MGC নির্ধারণ সাপেক্ষে তলার প্রাপ্যতা হিসাব করতে হবে। সেই মোতাবেক বিধি অনুসরণ করে FAR গুলোতে সর্বোচ্চ MGC এর কম MGC নিয়ে তলার সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে, এটি কোনভাবেই বিধি বহির্ভূত নয়।এমতাবস্থায়, উক্ত অডিট আপত্তিটি প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করা হলো।

অথরাইজ্ড অফিসার -০৮ :

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮এর বিধি-৫০ ও বিধি-৫১ এ সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য ভূমি আচ্ছাদন (MGC) ও সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য FAR এর বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা আছে। FAR (Floor Area Ratio) ও MGC (Maximum Ground Coverage) নির্ধারিত হয় প্লটের পরিমাণ, ব্যবহারের প্রকারভেদ এবং রাস্তার প্রস্থের উপর ভিত্তি করে। বিধিতে MGC (Maximum Ground Coverage) এর সর্বোচ্চ সীমা উল্লেখ আছে কিন্তু সর্বনিম্ন সীমা উল্লেখ নেই। সেক্ষেত্রে সর্বমোট ফ্লোর এরিয়া ঠিক রেখে MGC এর মান অতিক্রম না করে ভবনের মোট তলার সংখ্যা বিবেচ্য হয়। আপত্তিকৃত নথিগুলো MGC এর মান অতিক্রম না করে, সামঞ্জস্যপূর্ণ মান পর্যন্ত কমিয়ে মোট ফ্লোর এরিয়া ঠিক রেখে ভবনের তলার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এক্ষেত্রে অনুমোদন বিধিমতই হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণক বিবেচনা করে আপত্তিটি প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক নয়। FAR Calculation ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী প্রাপ্য উচ্চতা তলার চেয়ে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। অধিকাংশ ভবনের সম্মুখের রাস্তা রাজউক কর্তৃক নির্ধারিত ৬ মিটার না থাকায় ছাড়পত্রে শর্ত প্রদান করা হয়েছিল রাস্তার জন্য জমি ছেড়ে রাস্তা ৬ মিটার প্রশস্ত করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে রাস্তার জন্য জমি না ছাড়া সত্ত্বেও প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি-৫০(১) লঙ্ঘন করে FAR ও MGC সঠিকভাবে Calculation না করে প্রাপ্য তলার চেয়ে অতিরিক্ত তলা প্রদান করে প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুতর অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

প্রাপ্য তলার চেয়ে অতিরিক্ত তলার প্ল্যান অনুমোদনের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ২২

শিরোনাম : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর আইন/১৯৯১ অনুযায়ী প্লট হস্তান্তর ফি ও অন্যান্য ফি এর বিপরীতে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি নূন্যতম ২৮,৯৯,০১৬ (আটাশ লক্ষ নিরানববই হাজার ষোল) টাকা।

বিবরণ :

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) এর আওতাধীন এস্টেট অফিসার (ল্যান্ড) এর কার্যালয় এর ২০১৫-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ২৮-০১-২০১৮ খ্রি: হতে ১৬-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়, নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন আবাসিক/বাণিজ্যিক প্লটের নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- পরিশিষ্টে বর্ণিত বিভিন্ন এলাকার বরাদ্দকৃত প্লটের হস্তান্তরের ক্ষেত্রে হস্তান্তর ফি এবং ডকুমেন্টেশন ফি আদায় করা হলেও বরাদ্দ গ্রহীতাদের নিকট হতে হস্তান্তর ফি এবং অন্যান্য ফি এর বিপরীতে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে না।
- নমুনা হিসেবে পরিশিষ্টে বর্ণিত সকল নথিগুলিতেই হস্তান্তর ফি এবং ডকুমেন্টেশন ফি এর বিপরীতে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।
- এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ কার্যালয় হতে বরাদ্দকৃত সকল প্লটের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হস্তান্তর ফি ও অন্যান্য ফি এর বিপরীতে ভ্যাট বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ অনাদায়ী রয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর আইন/১৯৯১ অনুযায়ী প্লট হস্তান্তর ফি ও অন্যান্য ফি এর বিপরীতে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি নূন্যতম ২৮,৯৯,০১৬ টাকা [পরিশিষ্ট-২২ পৃ:-(৩৭-৩৮)]।

অনিয়মের কারণ :

মূসক আইন-১৯৯১ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

মূসক আইন/১৯৯১ অনুযায়ী প্লট হস্তান্তর ফি ও অন্যান্য ফি এর বিপরীতে ভ্যাট আদায়যোগ্য। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত ভ্যাট আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা দপ্তরে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

তারিখ: ০১/১১/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৪/০২/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ সাইফুর রহমান)
মহাপরিচালক
গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৭-২০১৮

দ্বিতীয় খন্ড

(পরিশিষ্টসমূহ)

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর : ২০১৬-২০১৭

গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ- নম্বর	পরিশিষ্ট-নম্বর	পৃষ্ঠা নম্বর
১	২	৩
০১	পরিশিষ্ট-০১	১
০২	পরিশিষ্ট-০২	২
০৩	পরিশিষ্ট-০৩	৩
০৪	পরিশিষ্ট-০৪ (১-৩)	৪-৭
০৫	পরিশিষ্ট-০৫	৮
০৬	পরিশিষ্ট-০৬	৯
০৭	পরিশিষ্ট-০৭ (১-২)	১০-১২
০৮	পরিশিষ্ট-০৮	১৩
০৯	পরিশিষ্ট-০৯	১৪
১০	পরিশিষ্ট-১০	১৫
১১	পরিশিষ্ট-১১	১৬
১২	পরিশিষ্ট-১২	১৭
১৩	পরিশিষ্ট-১৩	১৮
১৪	পরিশিষ্ট-১৪	১৯
১৫	পরিশিষ্ট-১৫	২০
১৬	পরিশিষ্ট-১৬	২১
১৭	পরিশিষ্ট-১৭	২২
১৮	পরিশিষ্ট-১৮	২৩
১৯	পরিশিষ্ট-১৯	২৪
২০	পরিশিষ্ট-২০	২৫
২১	পরিশিষ্ট-২১(১-৯)	২৬-৩৬
২২	পরিশিষ্ট-২২	৩৭-৩৮
	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৮

পরিশিষ্ট-০১
অনুচ্ছেদ-০১

ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (CCGP) কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে ৪০.৬৯% ভেরিয়েশন বাবদ অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিবরণী :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	NOA নং ও তাং	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	উর্দ্ধ দরে অতিরিক্ত ব্যয়	ভেরিয়েশনসহ মূল্য	কাজের বিবরণ	২০১৬-১৭ সালে ৩০ শে জুন পর্যন্ত ব্যয়	ভেরিয়েশনকৃত অতিরিক্ত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(৮-৬)
১	উত্তরা ৩য় পর্ব নতুন শহর প্রকল্প, উত্তরা, রাজউক, ঢাকা।	মেসার্স তাজিম এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা।	২৭১ ২/৭/১৫খ্রি: সময় ১৫ মাস ১/৯/১৬ খ্রি:	১০,৭৫,৫১,৭০৪/-	১২,৫২,০৩,৮৬৪/-	১,৭৬,৫২,১৬০/- (১৬.৪১% উর্দ্ধদর)	১৭,৬১,৬০,৮৫৭/-	উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পের ১৭ নং সেক্টরের লেকের উপর ৬ নং ব্রীজের অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ কাজ। (৬০X২২.৫০ মিটার) কাজের অগ্রগতি ভৌত ৯৯% আর্থিক ৬৯%	১৭,৪৩,৪৪,৮৩৫/-	৫,০৯,৫৬,৯৯৩/-
									মোট =	৫,০৯,৫৬,৯৯৩

কথায় : পাঁচ কোটি নয় লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত তিরানববই টাকা।

পরিশিষ্ট- ০২
অনুচ্ছেদ-০২

নন-টেন্ডার আইটেমের জন্য দরপত্র আহবান না করে একই ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে নন-টেন্ডার আইটেমের মূল্য পরিশোধের বিবরণী:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	নোয়া নং ও তাং	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	নন-টেন্ডার আইটেমের কাজের বিবরণ	পরিমান	একক দর	পরিশোধিত অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	উত্তরা ৩য় পর্ব নতুন শহর প্রকল্প, উত্তরা, রাজউক, ঢাকা।	মেসার্স তাজিম এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা।	২৭১ ২/৭/১৫খ্রি:	১০,৭৫,৫১,৭০৪/-	১২,৫২,০৩,৮৬৪/- সংশোধিত ১৭,৬১,৬০,৮৫৭/-	১। ময়লা উত্তোলন	১০০৮ ঘনমিটার	৬৭৮/-	৬,৮৩,৪২৪/-
						২। উডেন বুল্লাপ্যালাসাইডিং	২৩৮ Lin.M	৭১৪/-	১,৬৯,৯৩২/-
						৩। কনক্রিট ৩৫ ফর আর্ক এন্ড ডেক	১০৬৮ ঘনমিটার	২৪,৭৯৫/-	২,৬৪,৮১,০৬০/-
						৪। ফিটিং, ফিক্সিং হরিজেন্টাল ব্রেসং সরবরাহ	৪৭৬ Lin.M	২৬৯/-	১,২৮,০৪৪/-
						৫। ১২০০ এমএম ডায়া আরসিসি পাইপ সরবরাহ।	৫২ Lin.M	১০,১৭২/-	৫,২৮,৯৪৪/-
								মোট =	২,৭৯,৯১,৪০৪/-

কথায় : দুই কোটি উনআশি লক্ষ একানববই হাজার চারশত চার টাকা।

পরিশিষ্ট-০৩
অনুচ্ছেদ-০৩

অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ RAJUK/UAP প্যাকেজকে ভেঙ্গে ৫ টি লটে বিভক্ত করে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ না করে অনিয়মিতভাবে দর অনুমোদনের বিবরণী:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	NOA নং ও তাং	দরপত্র আহবানের তাং	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	উত্তরা এ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প ১৮ নং সেক্টর, উত্তরা, ঢাকা।	NDE-UCC (JV) ঢাকা।	নং- তাং-২২/৮/১৭ খ্রি:	৭ ও ২৬২ লট নং-১ তাং ৫/৬/১৭ খ্রি:	৩৪,৩৩,৫৬,৬২৮/-	৩০,৯০,২০,৯৬৫/-	200 mm sub base, 150 mm base type-1, 100 mm DBS সহ ৬'-৬' চওড়া রাস্তা নির্মাণ কাজ।	NOA মোতাবেক চুক্তি সম্পাদন করার কথা ১৯/৯/১৭ খ্রি: তারিখে কিন্তু চুক্তি সম্পাদন ২৩/১০/১৭ খ্রি: তারিখে
		MAH-Construction(JV) RAB-RE (N) DAWAN Corporation (JV)	নং- তাং-২২/৮/১৭ খ্রি:	৭ ও ২৬২ লট নং-১ তাং ৫/৬/১৭ খ্রি:	৯,৩১,৯৯,৫০৯/-	৮,৩৮,৭৯,৫৫৮/-	উত্তর এপার্টমেন্টে প্রকল্পের এ ব্লকে ৩০' ফুট চওড়া RCC রাস্তা, ফুটপাত ও ড্রেন নির্মাণ কাজ।	
		ইয়াসমিন মওলা, ঢাকা MAH-RAB RE-DC (JV)	নং- তাং-২২/৮/১৭ খ্রি:	৭ ও ২৬২ লট নং-১ তাং ৫/৬/১৭ খ্রি:	৮,৮৬,৬৯,০৩২/-	৭,৯৮,০২,১২৮/-	এ ব্লকের অভ্যন্তরে ৪০ ফুট চওড়া রাস্তা নির্মাণ কাজ।	
		ইয়াসমিন মওলা, ঢাকা MAH-RAB RE-DC (JV)	নং- তাং-২২/৮/১৭ খ্রি:	৭ ও ২৬২ লট নং-১ তাং ৫/৬/১৭ খ্রি:	৩,৫২,০৬,০৩০/-	৩,১৬,৮৫,৪২৭/-	এ ব্লকের অভ্যন্তরে ৪৫ ফুট চওড়া রাস্তা নির্মাণ কাজ।	
		ইয়াসমিন মওলা, ঢাকা MAH-RAB RE-DC (JV)	নং- তাং-২২/৮/১৭ খ্রি:	৭ ও ২৬২ লট নং-১ তাং ৫/৬/১৭ খ্রি:	৭,৯৯,৭২,৯৪৬/-	৭,১৯,৭৫,৬৫১/-	এ ব্লকের অভ্যন্তরে ৫০ ফুট চওড়া রাস্তা নির্মাণ কাজ।	
					মোট =	৫৭,৬৩,৬৩,৭২৯		

কথায় : সাতান্ন কোটি তেষট্টি লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশত উনত্রিশ টাকা।

পরিশিষ্ট-০৪
অনুচ্ছেদ-০৪

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও চুক্তির শর্ত মোতাবেক জরিমানা কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	লেক উন্নয়ন প্রকল্প, রাজউক।	পরিশিষ্ট ৪(১)	৩৫,২৩,৭০১/-	
২	উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর ৩য় পর্ব, রাজউক, ঢাকা।	পরিশিষ্ট ৪(২)	২,৭২,৩০,৫২২/-	
৩	ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প, রাজউক, ঢাকা।	পরিশিষ্ট ৪(৩)	১,৭৯,১০,৭৭৯/-	
		সর্বমোট =	৪,৮৬,৬৫,০০২/-	

কথায় : চার কোটি ছিয়াশি লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুই টাকা।

পরিশিষ্ট- ০৪(১)
অনুচ্ছেদ-০৪

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও চুক্তির শর্ত মোতাবেক জরিমানা কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ নং ও তাং	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সময়কাল	বিলম্বকাল	সময়বর্ধন	কাজের বিবরণ	পরিশোধিত টাকা	জরিমানার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২(৬×১০%)
১।	লেক উন্নয়ন প্রকল্প, রাজউক।	সানি কন্সট্রাকশন ১২৩ কাকরাইল	নং-১৯৪ তাং- ৩১/৮/১৫ খ্রি:	৩,৫৩,৬৯,৮৪৬/-	৩,৫২,৩৭,০১৪/-	১৮০ দিন ১/৮/১৫ খ্রি: হতে ২৮/২/১৬ খ্রি:	১-৩-১৬ খ্রি: হতে ৩০-৬-১৭ খ্রি: (১৬ মাস X৩০) = ৪৮০ দিন	২৭/৪/১৭ খ্রি: পর্যন্ত = ৩৩৫ দিন	গুলশান বনানী লেকের বৈদ্যুতিক কাজ।	১,২৯,২৮,৯৬৩/-	৩৫,২৩,৭০১/-

পরিশিষ্ট- ০৪ (২)
অনুচ্ছেদ- ০৪

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন না করা সত্ত্বেও বিলম্ব জরিমানা কর্তন না করায় ক্ষতিকৃত টাকার বিবরণ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ নং ও তাং	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	সময়কাল	বিলম্বকাল	সময়বর্ধন	কাজের বিবরণ	জুন/১৭ পর্যন্ত পরিশোধিত টাকা	জরিমানার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২ (৬×১০%)
১	উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর ৩য় পর্ব, রাজউক, ঢাকা।	নিয়াজ ট্রেডার্স, ঢাকা।	১৬১ ৫/৪/১৬ খ্রি:	১৮,২৮,০২,৫৩৫/-	১৩,৮০,৭২,১২৯/-	(২১/৭/১৬ খ্রি: হতে ২০/৭/১৭ খ্রি:) ১২ মাস	(২০/৭/১৭ খ্রি: হতে ১/১২/১৭ খ্রি:) ৫ মাস	---	প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর ৩য় পর্ব প্রকল্পের ৫ নং লেকের উভয় পাড়ে মাটি/বালি ভরাটসহ উন্নয়ন ও প্রটেকশন কাজ।	৪,৩৪,৮৬,৮৬০/-	১,৩৮,০৭,২১২/-
		উদয়ন বিল্ডার্স	৯৬৮ ৮/৮/১২ খ্রি:	১৩,৪২,৩৩,১০৪/-	১৩,৪২,৩৩,১০৪/-	(২/৮/১২ খ্রি: হতে ২/১১/১৩ খ্রি:) ১৫ মাস	(০২/১১/১৩ খ্রি: হতে ০১/১২/১৭ খ্রি:) ৪৯ মাস	---	প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর ৩য় পর্ব প্রকল্পের ৯ নং ব্রীজের নির্মাণ কাজ এবং ৭ নং লেকের উন্নয়ন কাজ।	১০,৯০,২৫,১৮৮/-	১,৩৪,২৩,৩১০/-
										মোট =	২,৭২,৩০,৫২২/-

কথায় : দুই কোটি বাহাত্তর লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশত বাইশ

পরিশিষ্ট- ০৪(৩)
অনুচ্ছেদ-০৪

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও বিলম্ব জরিমানা কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	নোয়া নং ও তাং	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সময়কাল	বিলম্বকাল	সময়বর্ধন	কাজের বিবরণ	২০১৬-১৭ সালে পরিশোধিত টাকা	জরিমানা টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২ (৬×১০%)
১।	ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প, রাজউক, ঢাকা।	মেসার্স শামীম এন্ড নেটিভ হোঃ লিঃ জেভি	১৫১ ৫/৮/১৪ খ্রি:	৮,০৬,৬৪,৯০৪/-	৯,১৭,১০,১০০/-	২৫/৩/১৬ খ্রি: পর্যন্ত = ১৮ মাস	(২৬/৩/১৬ খ্রি: হতে ৩০/৬/১৭ খ্রি:) ১ বছর ৩ মাস ৪ দিন = ৪৫৯ দিন		ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পের লেকের উপর ব্রীজ নির্মাণ কাজ। প্যাকেজ নং- ০১, লট নং- ০১ ও ০২	৭৫,৮৭,৩৬৬/- ভাঃ নং-২৫২ ২১/৬/১৭ খ্রি:	৯১,৭১,০১০/-
		মেসার্স শামীম এন্ড নেটিভ হোঃ লিঃ জেভি	১৫১(অ) ২/১০/১৪ খ্রি:	৮,০৬,৬৪,৯০৪/-	৮,৭৩,৯৭,৬৯০/-	২৫/৩/১৬ খ্রি: পর্যন্ত = ১৮ মাস	(২৬/৩/১৬ খ্রি: হতে ৩০/৬/১৭ খ্রি:) ১ বছর ৩ মাস ৪ দিন = ৪৫৯ দিন			৬৩,৮২,৩২১/- ভাঃ নং-২৫৩ ২১/৬/১৭ খ্রি:	৮৭,৩৯,৭৬৯/-
										মোট =	১,৭৯,১০,৭৭৯/-

কথায় : এক কোটি উনআশি লক্ষ দশ হাজার সাতশত উনআশি

পরিশিষ্ট- ০৫
অনুচ্ছেদ-০৫

একটি মাত্র Responsive ঠিকাদার হওয়া সত্ত্বেও Re-tender না করে কার্যাদেশ প্রদান এবং একই সময়ে একই জাতীয় কাজে ২৮.৫৭% ও ৭.৮৯% নিম্নদরে দর অনুমোদনের বিবরণী:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	NOA নং ও তারিখ	টিইসি কর্তৃক দরপত্র তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	সময়কাল	অগ্রগতি	কাজের নাম	জুন/২০১৭ পর্যন্ত পরিশোধ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১	গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প, রাজউক, ঢাকা	আতাউর রহমান খান	৬৮ ৩০/৩/১৭ খ্রি:	১৯/৫/১৫ খ্রি:	৩৮,০৭,৩৬,১৫১/-	৩৫,০৭,০৮,৭০৮/- ৭.৮৯% খবং	বিলম্ব ৩/৯/১৬ খ্রি: -১/১২/১৭ খ্রি: সময় ২৪ মাস ৩০/৩/১৮ খ্রি: ৩০/৩/১৬ খ্রি:	ভৌত ১৭% আর্থিক ১২%	গুলশান-বনানী লেকের মহাখালীস্থ গাউছুল আজম মসজিদ হতে ন্যাম ভিলেজ সড়ক নং ২ পর্যন্ত অংশে লেকের স্লাম অপসারণ মাটি খনন ও লেকপাড় সংস্কার কাজ।	৫,১৫,৮০,৪৮৫/-	BDL-RCL-MEL (JV) কে ২৮.৫৭% এ Less কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। (গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গুলশান-বনানী লেকের ব্যারী ব্রীজ নং ১১ হতে দক্ষিণ দিকে গুলশান-মহারাজ খালী সড়ক পর্যন্ত লেকের স্লাম অপসারণ মাটি খনন ও লেকপাড় সংস্কার কাজ)।

পরিশিষ্ট- ৬

অনুচ্ছেদ-৬

দীর্ঘদিন হতে বকেয়া ভাড়া আদায় না করার বিবরণী:

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	বকেয়া ভাড়া প্রাপ্য প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল	বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৭
১	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ঢাকা।	এবি ইন্টারন্যাশনাল	জুন/২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত	৫৮,৩৯১/-	দীর্ঘদিন হতে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বকেয়া থাকা সত্ত্বেও উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে উচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
		বাংলা প্রসেস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	জুন/২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত	১১,৭৫,৫৫৭/-	
		কন্টিনেন্টাল কন্সট্রাকটিং কোঃ	জুন/২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত	২,৫৭,৫৯৬/-	
		ক্যাবল কোন ট্রাভেলস লিঃ	জুন/২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত	৬৩,১৪৬/-	
		গোল্ডেন ফিস বাংলাদেশ লিঃ	জুন/২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত	২,৯৯,২৮৮/-	
		শলফ্ বাংলাদেশ এসোসিয়েটস লিঃ	জুন/২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত	৮৪,০২,০৭৯/-	
		ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং	জুন/২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত	৩,৮৯,৮৯২/-	
		জাজ ডিস্ট্রিলোরিজ লিঃ	জুন/২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত	১৫,৭৪,৬৩৪/-	
			মোট =	১,২২,২০,৫৮৩/-	

কথায় : এক কোটি বাইশ লক্ষ বিশ হাজার পাঁচশত তিরাশি

পরিশিষ্ট-০৭(১-২)
অনুচ্ছেদ-০৭

দীর্ঘদিন পূর্বে প্রদানকৃত অগ্রিমের টাকা অসমন্বিত রাখার বিবরণী :

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।	পরিশিষ্ট- ৭(১)	৩৪১,৬৯,৬৯,৯২৬ /-	
২	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।	পরিশিষ্ট -৭(২)	৭,৩৬,১৫,২৭৫/-	
		সর্বমোট=	৩৪৯,০৫,৮৫,২০১/-	

কথায় : তিনশত উনপঞ্চাশ কোটি পাঁচ লক্ষ পচাঁশি হাজার দুইশত এক টাকা।

পরিশিষ্ট-৭(১)
অনুচ্ছেদ-৭

দীর্ঘদিন পূর্বে প্রদানকৃত অগ্রিমের টাকা অসমন্বিত রাখার বিবরণী :

ক্রমিক নং	অস্থায়ী অগ্রিম গ্রহণকারী	অগ্রিম গ্রহণের তারিখ	অগ্রিমের পরিমাণ	সমন্বয়কৃত টাকা	অসমন্বিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	রাজস্ব খাত ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি।	১/৭/১৪ খ্রি:	৪,২৬,৬৬০/-	-	৪,২৬,৬৬০/-	বর্ণিত টাকা দীর্ঘদিন হতে সমন্বয় না করে ফেলে রাখা হয়েছে। যা জরুরি ভিত্তিতে সমন্বয়/আদায় হওয়া আবশ্যক।
২	শেখ শাহিনুর ইসলাম, পরিচালক জোন-৬।	১/৭/১৬ খ্রি:	১,১৫,৬২০/-	-	১,১৫,৬২০/-	
৩	আবু সালেহ মো: সাইয়েদ দুলাল (MOHPW)	১/৭/১৫ খ্রি:	১,১০,৪০১/-	-	১,১০,৪০১/-	
৪	মূলধন খাত প্রধান প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি।	১/৭/১৬ খ্রি:	৩৩৫,৩৬,৫৪,৪৬২.৮৫		৩২৫৩৬৫৪৪৬২.৮৫	
৫	মহাব্যবস্থাপক, ঢাকা ওয়াসা।	১/৭/১৬ খ্রি:	১৪,২২,৬৫,৭৭৮/-	-	১৪,২২,৬৫,৭৭৮.৫০	
৬	ডিস্ট্রিক এ্যাডজুডেন্ট আনসার ভিডিপি।	১/৭/১৫ খ্রি:	২২,০৮,৭৮৯/-	-	২২,০৮,৭৮৯.৩৫	
৭	পিডি হাতিরঝিল।	১/৭/১৬ খ্রি:	৩,৮৩,০৯২/-	২,৬৯,৮৯৭/-	১,১৩,১৯৫/-	
৮	পিডি ঝিলমিল।	১/৭/১৬ খ্রি:	৩,৯২,৭০০/-	১,০৯,৬০০/-	২,৮৩,১০০/-	
৯	পিডি পূর্বাচল।	১/৭/১৫ খ্রি:	৩৬,১৮,০৩২/-	২৫,০৭,৯৭২/-	১১,১০,০৬০/-	
১০	অন্যান্য অগ্রিম	১/৭/১৫ খ্রি:	১,৬৬,৮১,৮৫৯.৫৮	-	১,৬৬,৮১,৮৫৯.৫৮	
				মোট =	৩৪১,৬৯,৬৯,৯২৬/-	

পরিশিষ্ট- ৭(২)

অনুচ্ছেদ-৭

দীর্ঘদিন পূর্বে প্রদানকৃত অগ্রিমের টাকা অসমন্বিত রাখার বিবরণী:

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	অগ্রিম গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	অগ্রিম প্রদানের তারিখ	অগ্রিমের টাকার পরিমাণ	সমন্বয়কৃত টাকার পরিমাণ	অসমন্বিত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।	চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেড, চট্টগ্রাম	১/১/২০০০ খ্রি:	৭,৩৬,১৫,২৭৫/-	--	৭,৩৬,১৫,২৭৫/-

পরিশিষ্ট- ৮
অনুচ্ছেদ-৮

যথাসময়ে বাণিজ্যিক প্লটে ভবন নির্মাণ না করায় আদায়যোগ্য জরিমানার বিবরণী:

ক্রমিক নং	প্লটের বিবরণ	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ও বরাদ্দ গ্রহণের তারিখ	লিজ দলিলের তারিখ	ভবন নির্মাণ না করায় আদায়যোগ্য জরিমানা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকায় ‘এ’ নং প্লট	১ম-১৪/০৬/১৯৬৬ খ্রি: মোঃ দাউদুর রহমান 2য়-০২/০৮/৭৬ খ্রি: জনাব আব্দুন নূর (হস্তান্তরমূলে) বর্তমানে উত্তরাধিকার সূত্রে মিসেস সুরাইয়া বেগম গং	০৬/০৯/৭৫ খ্রি:	(০৬/০৯/৭৫ হতে ০৫/০৯/৭৭) ০২ বছর (০৬/০৯/৭৭ হতে ৩০/০৬/১৭) ৪০ বছর (হস্তান্তর মূল্য প্রতি কাঠা ১,০০,০০,০০০/- মোট জমি=১০.১২৫ কাঠা মোট হস্তান্তর মূল্য (১,০০,০০,০০০ X ১০.১২৫)=১০,১২,৫০,০০০/- প্রতি বছর ১% হিসেবে জরিমানা (১০,১২,৫০,০০০X ১%)X ৪২ বছর =১০১২৫০০ X ৪২ = ৪,২৫,২৫,০০০/-	বাণিজ্যিক প্লটে ভবন নির্মাণ না করায় ৩০/০৬/১৭ খ্রি: পর্যন্ত ৪,২৫,২৫,০০০ টাকা আদায়যোগ্য।
			মোট =	৪,২৫,২৫,০০০/-	

কথায় : চার কোটি পঁচিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা।

পরিশিষ্ট- ৯
অনুচ্ছেদ-৯

বরাদ্দকৃত জমির মূল্য পরিশোধ, লিজ দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি না করে অননুমোদিত ভবন নির্মাণের বিবরণী:

ক্রমিক নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	প্লটের বিবরণী	বরাদ্দের তারিখ	হস্তান্তরের তারিখ	বরাদ্দকালীন সময়ে মূল্য	বর্তমান মূল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫			৬
১	ঢাকা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন (বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন)	বনানী বাণিজ্যিক এলাকার কামাল আতাতুর্ক এভিনিউস্থ প্লট নং ৪৪	২৩/১০/৮৪ খ্রিঃ	২৯/১০/৮৪ খ্রিঃ	বিঘা প্রতি ২০,০০,০০০ টাকা	কাঠা প্রতি মূল্য ১,৮০,০০,০০০ টাকা ২ বিঘা ৪ কাঠা ১২ ছটাক=৪৪.৭৫ কাঠা ৪৪.৭৫X ১,৮০,০০,০০০ = ৮০,৫৫,০০,০০০/-	২৯/১০/৮৪ খ্রি: তারিখে মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে প্লট হস্তান্তর করা হয়। কাঁচা বাজার নির্মানের জন্য বরাদ্দকৃত প্লটে বর্তমানে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন রাজউকের অনুমোদন ছাড়াই নির্মাণ করা হয়েছে।
					মোট =	৮০,৫৫,০০,০০০/-	

কথায় : আশি কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা।

পরিশিষ্ট-১০
অনুচ্ছেদ-১০

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্লটের সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হলেও রাজউক কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার বিবরণী :

ক্রমিক নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	প্লটের বিবরণী	বরাদ্দের তারিখ	প্লটের কার্যক্রম স্থগিতের তারিখ	বর্তমান মূল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	জনাব সফিকুল হাসান তৃপ্তি পিতা মৃতঃ তোফাজ্জল হোসেন, গ্রাম-সনাতনকাটি, পো-চালিতা বাড়ীয়া, উপজেলা-শার্শা, জেলা-যশোর	বনানী আ/এ , রোড-১/১এ, প্লট-০৬ ০৫ কাঠা	২৬/০৬/১৫ খ্রিঃ	২৬/০২/২০০৭ খ্রি: তারিখের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-প্রঃ সাঃ-/রাজ-০৫/২০০৪/৭৫, তাং-২৬/০২/২০০৭ খ্রি:	কাঠা প্রতি মূল্য ৫০০০০০০ টাকা হারে ০৫ কাঠার মূল্য =২,৫০,০০,০০০ টাকা	
				মোট =	২,৫০,০০,০০০/-	

কথায় : দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

পরিশিষ্ট- ১১

অনুচ্ছেদ-১১

অননুমোদিতভাবে প্লট হস্তান্তর এবং ভবন নির্মাণে রাজউক কর্তৃক কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করার বিবরণী:

ক্রমিক নং	প্লটের বিবরণ	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১.	নারায়নগঞ্জ বোটখাল বাণিজ্যিক এলাকা, প্লট নং-১৩।	১৪/০২/১৯৬৮ খ্রি: তারিখে লিজ দলিল মোতাবেক মোহাম্মদ ফেরদৌস জমাদার, ১৫/০৫/২০০৬ খ্রি: তারিখের দলিল মোতাবেক (হস্তান্তর সূত্রে) মোঃ নওশেদ আলী এবং মোঃ ফজর আলী	• বরাদ্দ গ্রহীতা রাজউকের অনুমতি ব্যতীত প্লট হস্তান্তর করেছেন। • ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও রাজউক এর অনুমতি গ্রহণ করা হয়নি। • ভবনের নকশা রাজউক অনুমোদিত নয়।

পরিশিষ্ট-১২
অনুচ্ছেদ-১২

চাকুরিজীবী কোঠায় আবেদন করলেও বিধি লঙ্ঘনপূর্বক ব্যবসা ক্যাটাগরিতে প্লট বরাদ্দ এবং ৩য় কিস্তির টাকা কয়েক বছর পর পরিশোধ করা হলেও রাজউক কর্তৃক বরাদ্দ বাতিল বা জরিমানা ব্যতীত অনিয়মিতভাবে লিজ দলিল সম্পাদনের বিবরণী :

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা</th><th>প্লট আইডি নং</th><th>আবেদন এর ক্যাটাগরী এবং বরাদ্দের ক্যাটাগরী</th><th>কিস্তি পরিশোধের বিবরণী</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>৫</td><td>৬</td></tr>
<tr><td>১</td><td>জনাব অলিউল হক, পিতা মৃতঃ আজিজুল হক, গ্রাম-কালিকাবাড়ী, পো ও থানা- বামডা, জেলাঃ বরগুনা</td><td>উত্তরা ৩য় পর্ব প্রকল্প। সেক্টর-১৫/ডি, রোড-৩/এ, প্লট-০১</td><td>আবেদনের ক্যাটাগরি-চাকরিজীবী
বরাদ্দের ক্যাটাগরি-ব্যবসায়ী</td><td>নির্ধারিত কিস্তি
পরিশোধের সময়সীমাঃ
১ম- ৩১/০১/২০০৪ খ্রি:
২য়-৩১/০১/২০০৫ খ্রি: এবং ৩য়-৩১/০১/২০০৬ খ্রি:
বরাদ্দ গ্রহীতার কিস্তি পরিশোধঃ
১ম-২৫/০১/২০০৪ খ্রি:
২য়-২৬/০১/২০০৫ খ্রি:
৩য়-২৯/০৩/২০১১ খ্রি:</td><td rowspan="2">• চাকরিজীবী হিসেবে আবেদন করলেও ব্যবসায়ী ক্যাটাগরিতে প্লট বরাদ্দ।
• ৩য় কিস্তি পরিশোধ করা হয় নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৫ থেকে ৮ বছর পর। কিন্তু রাজউক কর্তৃক কোন জরিমানা আরোপ করা হয়নি।
• কিস্তি পরিশোধে বিলম্বের ক্ষেত্রে কোন কারণ উল্লেখ নাই এবং বোর্ড সভার কোন সিদ্ধান্তের তথ্য পাওয়া যায়নি।</td></tr>
<tr><td>২</td><td>মোঃ আব্দুল হানিফ, পিতা-আব্দুল গোফরান, গ্রাম-উত্তর ধানীকুন্ডা, পো-নোয়াপুর, থানা-পরশুরাম, জেলা-ফেনী</td><td>১ম-১৭/বি, ৪/এ, ২৬ পরবর্তীতে আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৫/এ, ০৪, ০১</td><td>আবেদনের ক্যাটাগরিঃ চাকরিজীবী,
বরাদ্দের ক্যাটাগরিঃ ব্যবসায়ী</td><td>নির্ধারিত সময়সীমা
১ম-৩১/০১/২০০৪ খ্রি:
২য়-৩১/০১/২০০৫ খ্রি:
৩য়-৩১/০১/২০০৬ খ্রি:
পরিশোধের তারিখ-
১ম-২৪/০১/২০০৪ খ্রি:
২য়-২৬/০১/২০০৫ খ্রি:
৩য়-০৩/০৮/২০১৪ খ্রি:</td></tr>
</table>

পরিশিষ্ট- ১৩
অনুচ্ছেদ-১৩

বরাদ্দপত্রের শর্তানুযায়ী প্লটের মূল্য পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও প্লটের বরাদ্দ বাতিল না করার বিবরণী:

ক্রমিক নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	প্লট আইডি নং	বরাদ্দের তারিখ	কিস্তি পরিশোধের বিবরণী	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	জনাব মোঃ হানিফ, পিতা-আব্দুর রহমান, ৪১/১, হাজী আব্দুল্লাহ, সরকার লেন, ঢাকা	উত্তরা আবাসিক এলাকা ১০-২১-১৬	০৭/০২/৯৩ খ্রি:	নির্ধারিত সময় ১৩/০৩/৯৩ খ্রি: হলেও ১৫/০৩/৯৫ খ্রি: তারিখে শুধুমাত্র ১ম কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে।	বরাদ্দপত্রের ৪ নং অনুচ্ছেদ- এর শর্তানুযায়ী বরাদ্দ বাতিলযোগ্য।
২	মিসেস আলেয়া বেগম গং, স্বামী-মৃত রূহুল আমীন, সাং-উলপাড়া, থানা-বেগমগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী	উত্তরা আবাসিক এলাকা ১০-২১-১২৪	০১/০৮/৯১ খ্রি:	নির্ধারিত সময় ২৯/০৯/৯১ খ্রি: হলেও ১২/০৬/২০০৬ খ্রি: তারিখে শুধুমাত্র ১ম কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে।	বরাদ্দপত্রের ৪ নং অনুচ্ছেদ- এর শর্তানুযায়ী বরাদ্দ বাতিলযোগ্য।

পরিশিষ্ট- ১৪
অনুচ্ছেদ-১৪

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ের এস্টেট এন্ড ল্যান্ড এর আওতাধীন এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-২ কার্যালয়ের আবাসিক প্লট অবৈধভাবে বাণিজ্যিক হিসেবে দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহার করা হলেও রাজউক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার বিবরণী:

ক্রমিক নং	সেক্টর নং	প্লট নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	রাজউক কর্তৃক উক্ত প্লট যে হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।	বাস্তবে ব্যবহৃত প্লটের অবস্থা ও বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	সেক্টর-০৪, রোড-১৬, প্লট-১৫		আজিজ আহম্মেদ খান	আবাসিক হিসেবে বরাদ্দ	অনাবাসিক/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	
২	সেক্টর-০৪, রোড-১৬, প্লট-১৩		ডাঃ এ এইচ এম আব্দুস সাত্তার	-ঐ-	কিন্ডার গার্টেন স্কুল	
৩	সেক্টর-০৪, রোড-১৩, প্লট-২৯		মিসেস সালমা মান্নান গং	-ঐ-	দোকান/অনাবাসিক ব্যবহার	
৪	সেক্টর-০৪, রোড-১৩, প্লট-২২,২৩		মেজর (অবঃ) ডিএইচ এম মনির উদ্দিন, মিসেস সামসাদ নবী	-ঐ-	DON BOSCO School	
৫	সেক্টর-০৪, রোড-১৩, প্লট-১৩		-	-ঐ-	ফাস্ট ফুড শপ/দোকান	
৬	সেক্টর-০৬, রোড-১৩, প্লট-০৭		-	-ঐ-	লাই প্রিপারেটরী স্কুল	
৭	সেক্টর-০৬, রোড-১৩, প্লট-২৫		-	-ঐ-	উত্তরা কমিউনিটি হাসপাতাল	
৮	সেক্টর-০৪, রোড-২১, প্লট-১৬		আবু মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ	-ঐ-	উত্তরা প্রেস ক্লাব	

পরিশিষ্ট- ১৫
অনুচ্ছেদ-১৫

মিথ্যা তথ্য দিয়ে পৃথকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোটায় আবেদনকৃত আবেদন/বরাদ্দ বাতিল না করে
যোগসাজশের মাধ্যমে যৌথ নামে অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ প্রদানের বিবরণী:

ক্রমিক নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	প্লট আইডি নং	কোড নং	বরাদ্দের ক্যাটাগরি	জমির এওয়ার্ড নং	ব্যাংক রশিদ নং ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	খন্দকার বজলে মাওলা, পিতা-মরহুম খন্দকার আব্দুল খালেক, গ্রাম-পূর্ব লামাপাড়া, থানা-ফতুল্লা	১৫/এ, ২/এ, ৪২	এএফএপি-৮৫	ক্ষতিগ্রস্ত	১৮৩/ঘ, ১৮৪/৪	রশিদ নং-১৩৫৮০, তাং-২৫/০৩/০৪ খ্রি:	• উভয় আবেদনকারীর পৃথকভাবে জামানতের টাকা জমা করেন। • উভয় আবেদনকারীর ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ১৬.৫ শতাংশের কম হিসাবে আবেদন বাতিলযোগ্য। • বোর্ড সভার সুনির্দিষ্ট/নামযুক্ত অনুমোদন ব্যতিরেকে প্লট বরাদ্দ। • অনিয়মিতভাবে যৌথ প্লট বরাদ্দ।
২	কাজী জিন্নাত আলী, পিতা-হাজী আসাদ আলী কাজী, খ-২৩, খিলক্ষেত, থানা-বাড্ডা	ঐ	এএফএপি-৩০৮	ক্ষতিগ্রস্ত	১২৭/৫, ১৩০/৩, ১৩১/৩	রশিদ নং-০৫০১, তাং-৩০/০৭/২০০১ খ্রি:	

বাতিলযোগ্য আবেদনের অনুকূলে অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ প্রদান, লিজ দলিল রেজিস্ট্রি ও বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক প্লট হস্তান্তরের বিবরণী:

ক্রমিক নং	প্লট আইডি নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ঠিকানা	বরাদ্দের ক্যাটাগরী	বরাদ্দের নীতিমালা ও প্রসপেক্টাসের শর্ত	আবেদন যাচাই এবং বরাদ্দে অনিয়ম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	পূর্বাচল আবাসিক প্রকল্পের ২৩-৪০৮-০৩২	জনাব মাহমুদ ইউ তুহিন, পিতা-আলহাজ্জ আ. ফ. ম অহিদ, গ্রাম ও পো-কাশেমবাদ, থানা-গৌরনদী, বরিশাল।	ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি	আয়কর সনদে বার্ষিক আয়ের বিবরণ উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য সম্বলিত আবেদন বাতিলযোগ্য।	আবেদনের সাথে সংযুক্ত আয়কর সনদে বার্ষিক আয়ের উল্লেখ না থাকলেও আবেদন বাতিল করা হয়নি এবং প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	বর্তমানে হস্তান্তর সূত্রে প্লটের লিজ গ্রহীতাদ্বয় যথাক্রমে- ১। জনাব মোহাম্মদ সোহেল আহমেদ, পিতা-মরহুম মোকাদ্দেছ আলী, বাড়ী-১০, রোড-৭/বি, সে-০৩, উত্তরা, ঢাকা। ২। জনাব এনামুল করিম খান, পিতা-মরহুম আব্দুল মতিন খান, বাড়ী-০৪, রোড-১৫, ব্লক-বি, শাহজালাল উপশহর, কোতয়ালী, সিলেট।

পরিশিষ্ট-১৭
অনুচ্ছেদ-১৭

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প নীতিমালা লঙ্ঘনপূর্বক আদিবাসী কোটায় একই ব্যক্তিকে একের অধিক প্লট বরাদ্দের বিবরণী :

ক্রমিকনং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ঠিকানা	কোড	প্লট আইডি নং	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মোঃ ইমান আলী	৪০১০৪	১০-৪০৯-২৬	পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প	৩৯,২০(খ), মৌজা-হারারবাড়ি
২	মোঃ ইমান আলী	৪১৭০৮	প্রথমে ০৫-৩০৫সি-০০১ পরবর্তীতে ০৫-৩০৫বি-০০৭	পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প	২০(ক) মৌজা-হারারবাড়ি

পরিশিষ্ট-১৮
অনুচ্ছেদ-১৮

দীর্ঘদিন যাবত আদিবাসী ক্যাটাগরিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্র প্রদান না করার বিবরণী:

ক্রমিক নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ঠিকানা	কোড	প্লট আইডি নং	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মোছাঃ খাদিজা বেগম	৫৫০৩৪	২৪-৩০২-০২	পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প	বার বার চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদানের জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও সাময়িক প্লট গ্রহীতাকে প্লট বুঝিয়ে না দিয়ে যোগসাজশের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিকে চূড়ান্ত বরাদ্দ না দেয়ায় নিরীক্ষা দলের নিকট অভিযোগ করেন।
২	মোছাঃ নাজমা খাতুন		২৪-৩০২-০৪	পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প	একই প্লট মোঃ আজিজুল হক, পিতা-মৃত আঃ ছাদেক এর নামে পুনঃ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মোছাঃ নাজমা খাতুনকে অদ্যাবধি কোন প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি।

পরিশিষ্ট-১৯
অনুচ্ছেদ-১৯

পূর্বাচল আবাসিক প্রকল্প এর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ বরাদ্দ গ্রহীতাদের
প্লটের বরাদ্দ বাতিল না করার বিবরণী:

ক্রমিক নং	প্লট আইডি নং (পূর্বাচল)	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	চূড়ান্ত বরাদ্দের তারিখ	২য় কিস্তি পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ	২য় কিস্তি বাবদ পরিশোধিত টাকা এবং তারিখ	৩য় কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ	৩য় কিস্তি বাবদ পরিশোধিত টাকা এবং তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	০৮-১০৮বি-০০৫	জনাব আবুল কালাম	২৫/০৫/০৫ খ্রি:	৩১/০৭/০৫ খ্রি:	-	৩১/০৭/০৬ খ্রি:	-	কিস্তি পরিশোধ না করায় বাতিলযোগ্য
২	৮-৪০৩এ-০০৮	মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ	০৫/০৬/০৫ খ্রি:	৩১/০৭/০৫ খ্রি:	-	৩১/০৭/০৬ খ্রি:	-	
৩	১২-১১২-১২	মো: লিয়াকত আলী	৩০/০৯/১২ খ্রি:	৩১/১২/১২ খ্রি:	-	-	-	
৪	২৯-৩০৯-১৩	অমিতাভ চন্দ্র দাস	০৮/১১/১২ খ্রি:	৩১/০৭/১২ খ্রি:	-	-	-	
৫	২৯-৩০৯-১০	সঞ্জয় কুমার	০৬/১১/১২ খ্রি:	৩১/০৭/১২ খ্রি:	-	-	-	
৬	২৯-৩০৯-০৭	মোহাম্মদ গোলাম রাববানী	০৪/১১/১২ খ্রি:	৩১/১২/১২ খ্রি:	-	-	-	
৭	২৯-৩০৯-০০১	এ্যাড: এ এস এম শহিদ উল্লাহ	১৩/১১/১২ খ্রি:	৩১/১২/১২ খ্রি:	-	-	-	
৮	১৬-৩০৪/এ-০১৩	ডাঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার	১৮/১০/১২ খ্রি:	৩১/১২/১২ খ্রি:	-	-	-	
৯	১৬-৩০৪/এ-০১২	জিহাদ খান	০৫/১১/১২ খ্রি:	৩১/১২/১২ খ্রি:	-	-	-	
১০	১৬-৩০৪/এ-০১০	মোঃ মশিউর রহমান	১৫/১০/১২ খ্রি:	৩১/১২/১২ খ্রি:	-	-	-	
১১	১৬-৩০৪/এ-০০৮	মোঃ সামছুল হক	১৪/১০/১২ খ্রি:	৩১/১২/১২ খ্রি:	-	-	-	
১২	১৬-৩০৪/এ-০০৬	হাসান উস সামাদ চৌধুরী	১৮/১০/১২ খ্রি:	২৬/০৬/১৫ খ্রি: (বিলম্ব ফিসহ)	-	-	-	

পরিশিষ্ট- ২০
অনুচ্ছেদ- ২০

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২/২০১৩ তম বোর্ড সভায় বাতিলকৃত বরাদ্দ প্রাপকগণকে
৭/২০১৩ তম বোর্ড সভায় পুনঃ বরাদ্দ প্রদানের বিবরণী:

ক্রমিক নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ঠিকানা	কোড নং	প্লট আইডি নং	কোটা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	মোঃ খালিদ হোসেন	৩২৪৬৫২৯	এস ১-৪এ-০২	ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি (১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে আয়কর প্রদানকারী)	ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প	১। বরাদ্দ নীতিমালা ও প্রসপেক্টাস অনুযায়ী আবেদন বাতিলযোগ্য। ২। বোর্ড সভা ২/২০১৩ তে বাদ দেয়া হয় কিন্তু ৭/২০১৩ সভাতে পুনঃ প্রদান করা হয়। ৩। জনাব মোঃ খালিদ হোসেন এর ৯,৯৭,২৬৮ টাকা কর পরিশোধ করলেও ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কর প্রদানকারী হিসেবে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
২	জনাব মোঃ মফিজুর রহমান			-ঐ-	-ঐ-	

পরিশিষ্ট-২১(১)
অনুচ্ছেদ-২১

FAR Calculation নির্ধারিত পরিমাণের রাস্তা না থাকা এবং রাস্তার জন্য জমি না ছাড়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রাপ্য উচ্চতা তলার চেয়ে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার প্রদান করে প্ল্যান অনুমোদনের বিবরণী:

ক্রমিক নং	ভবনের মালিকের নাম ও ঠিকানা	নথি	জমির পরিমাণ	রাস্তার পরিমাণ (মি:)	FAR (মি:)	MGC %	উচ্চতা/ তলা প্রাপ্যতার হিসাব	প্রাপ্য তলা	প্রদত্ত তলা	অতিরিক্ত তলা
০১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান গং, টেক মটোরা, গাজীপুর	১৩০/১৬২	৮.৫০ শতাংশ	৩.৭৪	৩.৫০	৬০%	৩৩৩.৩৯ X ৩.৫ / ৩৩৩.৩৯ X ৬০% ৫.১৫.৮৩+১= ৬.৮৩	৬.৮৩	৮ তলা	১.১৭ তলা
২.	মোঃ শাহাদত আলম গং, সাং-ডি-১০৯/৩, জয়দেবপুর, গাজীপুর।	১৬৮/১৬	১৬.৪৫ শতাংশ	৪.৮৭	৩.০০	৬৫%	৬৬৫.৯৪X ৩.০০ / ৬৬৫.৯৪X৬৫% = ৬.২৪+১= ৭.২৪	৭.২৪	৮ তলা	০.৭৬ তলা
৩.	মোহাম্মদ আলী গং, সাং-কুনিয়া, তারগাছ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	৯৩/১৭	১০.৬৬ শতাংশ	৬,৭০	৪.০৪	৬০%	৪০৬.৭৪X ৪.০৪ / ৪০৬.৭৪X৬০% = ৬.৭৩+১= ৭	৭	৯তলা	২ তলা
৪.	আলহাজ্জ আবুল খালেক গং, ভোগড়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জয়দেবপুর, গাজীপুর	৬৫/১৬	৬.৪৯ কাঠা	৫.৪৮	৩.৮০	৬০%	৪২৪.০৯X ৩.৮০ / ৪২৪.০৯X৬০% = ৬.৩+১= ৭	৭	১০তলা	৩ তলা
৫.	আলহাজ্জ মোঃ আব্দুল মালেক সরকার, নাওজোর, গাজীপুর সদর	০১/১৭	১১ শতাংশ	৩.৬৬	৪.১০	৬০%	৩৯৯.৬২X ৪.১০ / ৩৯৯.৬২X৬০% = ৬.৮৩+১= ৮	৮	১০তলা	২ তলা
৬.	মোঃ শাহারুল আলম গং, আউচপাড়া, টঙ্গী	৯২/১৬	৫.৯৮ শতাংশ	২.৫২	৩.৭০	৬২.৫%	২০৬.২১X ৩.৭০ / ২০৬.২১X৬২.৫% = ৫.৯২+১= ৭	৭	৮তলা	১ তলা

পরিশিষ্ট- ২১(২)
অনুচ্ছেদ-২১

জোন-২ এর অধীন FAR Calculation ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী
প্রাপ্য তলার চেয়ে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত তলা অনুমোদন:

ক্রমিক নং	ভবনের মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম ও নথি নম্বর	জমির পরিমাণ	রাস্তার পরিমাণ (মি:)	FAR (মি:)	MGC %	উচ্চতা/তলা প্রাপ্যতার হিসাব	প্রাপ্য তলা	প্রদত্ত তলা	অতিরিক্ত তলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	আফুর উদ্দিন আহাম্মেদ, প্লট নং ৪৫, রোড নং ১৪, সেক্টর ১৩, উত্তরা, আ/এ, ঢাকা	৩২৫/১৬	৫ কাঠা	৯.১৫	৩.৭৫	৬২.৫%	৩৩৪.৫১ X ৩.৭৫ ৩৩৪.৫১X ৬২.৫% =৬+১=৭	৭	১০	৩
২	সুকৃতি সাহা, প্লট নং ১২, রোড নং ০২, সেক্টর ১৩, উত্তরা আ/এ	৩৮০/১৬	৫ কাঠা	৯.১৪	৩.৭৫	৬০%	৩৩৪.৪৫ X ৩.৭৫ ৩৩৪.৪৫X ৬০% =৬+১=৭	৭	৯	২
৩	তালুকদার মনিরুজ্জামান, প্লট নং ২১, রাস্তা ১২, সেক্টর নং ১০, উত্তরা আ/এ	৪০৬/১৭	৫ কাঠা	১২.১৯	৩.৭৫	৬২.৫%	৩৩৪.৫১ X ৩.৭৫ ৩৩৪.৫১X ৬২.৫% =৬+১=৭	৭	১০	৩
৪	আরজুমান বানু গং, প্লট নং ৩১, রোড নং ০২, সেক্টর ১৩, উত্তরা আ/এ	৩৭৯/১৬	৫ কাঠা	৭.৬২	৩.৭৫	৬০%	৩৩৪.৪৫ X ৩.৭৫ ৩৩৪.৪৫X ৬২.৫% =৬+১=৭	৭	৯	২
৫	নিলুফার ইয়াসমিন (নুপুর), বাড়ি ৩২, রোড ৮, নিকুঞ্জ, আ/এ, খিলক্ষেত, ঢাকা।	৩৪/১৬	৯.৯৫ শতাংশ	৪.১১	৩.৭৫	৬২.৫%	৩২৮.৩২ X ৩.৮৬ ৩২৮.৩২X ৬২.৫% =৬+১=৭	৭	৯	২

পরিশিষ্ট- ২১(৩)
অনুচ্ছেদ-২১

জোন-৩ এর অধীন FAR Calculation ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী প্রাপ্য উচ্চতা তলার চেয়ে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার অনুমোদন:

ক্রমিক নং	ভবনের মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম ও নথি নম্বর	জমির পরিমাণ	রাস্তার পরিমাণ (মি:)	FAR (মি:)	MGC %	উচ্চতা/তলা প্রাপ্যতার হিসাব	প্রাপ্য তলা	প্রদত্ত তলা	অতিরিক্ত তলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	মোঃ শাহজাহান গং, ক-৪৬, শাহাজাদপুর, গুলশান, ঢাকা	৯৯/১৭	৫ কাঠা	৯.১৪	৩.৭৫	৬২.৫%	৩৩৪.৫৭ X ৩.৭৫ ৩৩৪.৫৭X ৬২.৫% =৬+১=৭	৭	৮	১
২	মোঃ আব্দুল মান্নান গং, ইব্রাহিমপুর, ঢাকা সেনানিবাস।	৮০১/১২	৪৬৭.৭১ বঃমি:	১১.২৮	৪.০০	৫৭.৫%	৪৪৭.৭ X ৪.০০ ৪৪৭.৭X ৬২.৫% =৪.৪৬+১=৫	৫	১০	৫
৩	সাজেদা ইসলাম গং, বাড়ি ২, রোড ৬, সেক্টর-৯, উত্তরা, (নলভোগ, নয়ানগর মেইন রোড, তুরাগ)	৬২/১৭	৯.৫৪ শতাংশ	৪.৮৮	৪.০০	৬০%	৩৪১.৫০ X ৪.০০ ৩৪১.৫০X ৬০ % =৬.৬০+১=৮	৮	১০	২
৪	শরীফ উদ্দিন মাহমুদ ভূইয়া গং, ১৭৬/৩ পশ্চিম কাফরুল, তালতলা, মিরপুর	৮২/১৭	৮০০.৯ বঃমি:	৬.০৯	৩.৫	৬২.৫%	৩২৭.৫০ X ৩.৫ ৩২৭.৫X ৬২.৫% =৫.৬০+১=৭	৭	৮	১
৫	মোঃ দেলোয়ার হোসেন গং, বাহগারহটেক, পল্লবী, ঢাকা	২২৪/১৬	৬.৫ কাঠা	৬.১০	৩.৭৫	৬০%	৪৩২.৪৯ X ৩.৭৫ ৪৩২.৪৯X ৬০ % =৬.২৫+১=৭	৭	১০	৩
৬	আব্দুর রব হাওলাদার গং, সাং ৩৬৫/২, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট	২১৩/১৬	১৯.৮০ শতাংশ	৪.৮৮	৪.৩৫	৬০%	৭১১.২২ X ৪.৩৫ ৭১১.২২X ৬০ % =৭.২৪+১=৮	৮	১০	২

ক্রমিক নং	ভবনের মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম ও নথি নম্বর	জমির পরিমাণ	রাস্তার পরিমাণ (মি:)	FAR (মি:)	MGC %	উচ্চতা/তলা প্রাপ্যতার হিসাব	প্রাপ্য তলা	প্রদত্ত তলা	অতিরিক্ত তলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭	মোঃ বাবুল হোসেন গং, ৫৩২/১, মানিকদী, ঢাকা ক্যান্ট	২১৬/১৭	৩১৩.৬৫ বঃমি:	২.৮৯	৩.৭০	৬২.৫%	২৬০.৯০ X ৩.৯০ ২৬০.৯০X ৬২.৫% =৬+১=৭	৬	৮	২
৮	মোঃ আসাদ মিয়া গং, ৫৫/সি/১২/১ মাটিকাটা, মিরপুর	৮৫৬/১৭	৩০০.৭০ বঃমি:	৬.১০	৩.৭০	৬২.৫%	৩০০.৭০ X ৩.৭০ ৩০০.৭০X ৬২.৫% =৫.৯২+১=৭	৭	৯	২
৯	মোঃ বিল্লাল হোসেন গং, ১-গ/ বাড়ি ২৩-২৪, মিরপুর	১৬৩/১৭	১৮০.৭১ বঃমি:	৬.১০	৩.৩৫	৬৫%	১৮০.৭১ X ৩.৩৫ ১৮০.৭১X ৬২.৫% =৫.১৫+১=৬	৬	৮	২
১০	রহিমা হাওলাদার গং, রোড ৯, প্লট ১১, রূপনগর আ/এ, মিরপুর	৮৭০/১৬	৩৩৪.৫১ বঃমি:	৯.১৪	৩.২৫	৬২.৫%	৩৩৪.৫১ X ৩.৭৫ ৩৩৪.৫১X ৬২.৫% =৬+১=৭	৭	১০	৩
১১	মোঃ আমির হোসেন, বাড়ি ৬৫, রোড ১১, কল্যানপুর, মিরপুর।	৯২৩/১৬	২৪৯.৩৫ বঃমি:	৩.৬৬	৩.০০	৬২.৫%	২৪৯.৩৭ X ৩.০০ ২৪৯.৩৭X ৬২.৫% =৪.৬+১=৬	৬	৮	২
১২	মোঃ আনিস হাওলাদার গং, বাসা ০৭, রোড ১, ব্লক ডি, মিরপুর-১	৬৩/১৭	৩৫৭.৯০ বঃমি:	৬.১০	৩.৭৫	৬০%	৩৪৪.৬০ X ৩.৭৫ ৩৪৪.৬০X ৬০ % =৬.২৫+১=৭	৭	১০	৩
১৩	মোঃ কাইউম আলী খান গং, বি, এইচ বিল্ডার্স লিঃ, ভাইস চেয়ারম্যান, ১৮/4 পল্লবী, মিরপুর	৮০৩/১৬	১০ কাঠা	৬.১০	৪.২৫	৫৭.৫%	৬০৫.১০ X ৪.২৫ ৬০৫.১০X ৫৭.৫ % =৭.৩৯+১=৮	৮	১০	২
১৪	বদরুল বারী চৌধুরী, প্লট ১৬৩, রোড ১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং, মোহাম্মদপুর	১২০৩/১৬	৪০১.১৫ বঃমি:	৪.৭৪	৪.০০	৬০%	৩৫৭.৯৭ X ৪.০০ ৩৫৭.৯৭X ৬০ % =৬.৬৬+১=৮	৮	৯	১

পরিশিষ্ট-২১(৪)
অনুচ্ছেদ-২১

জোন-৪ এর অধীন FAR Calculation ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী প্রাপ্য উচ্চতা তলার চেয়ে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার অনুমোদন:

ক্রমিক নং	ভবনের মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম ও নথি নম্বর	জমির পরিমাণ (ব: মি:)	রাস্তার পরিমাণ (মি:)	FAR (মি:)	MGC %	উচ্চতা/তলা প্রাপ্যতার হিসাব	প্রাপ্য তলা	প্রদত্ত তলা	অতিরিক্ত তলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	ফারুক আহমেদ, সাং-১৩/ই, কমটিডেস, সেক্টর হোল্ডিং-খ-৯, শাহাজাদপুর, গুলশান, ঢাকা	৪৫০/১৬	৩৩৪.৫১	১২.১৯	৩.৭৫	৬২.৫%	৩৩৪.৫১ X ৩.৭৫ ৩৩৪.৫১X ৬২.৫% =৬+১=৭	৭	৯	২
২.	মিসেস মাসুমা সাত্তার, প্লট ১০৪, ব্লক ডি জোয়ার সাহারা		৩৩৪.৫১	৭.৬২	৩.৭৫	৬২.৫%	৩৩৪.৫৭ X ৩.৭৫ ৩৩৪.৫৭X ৬২.৫%=৬+১=৭	৭	৯	২
৩.	মোঃ ইউনুছ খান, প্লট ১৮০, জোয়ার সাহারা, বসুন্ধরা আব/এ, ঢাকা	৪২৮/১৬	৬৭৮.৯৪		৪.২৫	৫৭.৫%	৬৭৮.৯৪ X ৪.২৫ ৬৭৮.৯৪X ৫৭.৫%=৬+১=৭	৭	৮	১
৪.	সৈয়দ ওয়ালী মোহাম্মদ সালেহ, প্লট ২৬, সিডব্লিউএন(এ), ওয়াড ১৯, রাস্তা-৪৭, গুলশান আ/এ	৫৬৮/১৬	১৩২৫.৫৫	১১.৮৯	৫.৫	৫০%	১৩২৫.৫৫ X ৩৫.৫ ১৩২৫.৫৫X ৫.৫%=১১+১=১২	১২	১৬	৪
৫.	মোঃ আব্দুস সালাম গং, বাড়ি ৪৮৩, ব্লক এইচ, বসুন্ধরা আ/এ	৪৫৯/১৬	২০০.৬৪	৭.৬২	৩.৫০	৬৫%	২০০.৬৪ X ৩.৫০ ২০০.৬৪X ৫০%=৫+১=৬	৬	৭	১
৬.	ফজিলা খাতুন গং, ১৮২, ১৮৩ (অংশ), আরএস-৬৩২৭, ৬৩২৮, বাড্ডা	৫৪২/১৬	৮.৬২	৩.৮১	৪.১৯	৬০%	৫৫৮.৫২ X ৪.১৯ ৫৫৮.৫২X ৬০%=৭+১=৮	৮	১০	২
৭.	মোঃ রফিকুল ইসলাম খসরু, ৪২৪, ৪২৭ (অংশ), বাড্ডা	৫৩৪/১৬	৩৪০.১৯	৪.৮৮	৩.৮০	৬২.৫%	৩০৭.৯৪ X ৩.৮০ ৩০৭.৯৪X ৬২.৫%=৬+১=৭	৭	৯	২
৮.	মোহাম্মদ আলী গাজী গং, সিএস-২৬৬৩, ব্লক-৬৮৯৬ (অংশ), ভাটারা	৫২৭/১৬	২৭৯.২১	১০.১৪	৩.৭৫	৬২.৫%	২৭৯.২১ X ৩.৭৫ ২৭৯.২১X ৬২.৫%=৬+১=৭	৭	৮	১

পরিশিষ্ট- ২১(৫)
অনুচ্ছেদ-২১

জোন-৪/৩ এর অধীন FAR Calculation ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী
প্রাপ্য উচ্চতা তলার চেয়ে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার অনুমোদন:

ক্রমিক নং	ভবনের মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম ও নথি নম্বর	জমির পরিমাণ	রাস্তার পরিমাণ (মি:)	FAR (মি:)	MGC %	উচ্চতা/তলা প্রাপ্যতার হিসাব	প্রাপ্য তলা	প্রদত্ত তলা	অতিরিক্ত তলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৯.	আকলিমা নার্গিস গং, সিএস-৩১৯৯/১১৪১০ (অংশ), দক্ষিণখান	২৫৭/১৬	২৬৪.০৮ বঃমি:	১৭.৫৬	৩.৬৭	৬২.৫%	<u>২৪৬.৫২X৩.৬৭</u> ২৪৬.৫২X৬২.৫%=৬+১=৭	৭	৮	১
১০.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সাং-খ-১০/১/বি, খিলক্ষেত, ঢাকা	২২৮/১৬	৪৭০.২৪ বঃমি:	৩.৬৬	৩.৭৫	৬০%	<u>৪৩৫.২৯X৩.৭৫</u> ৪৩৫.২৯X৬০%=৬+১=৭	৭	৮	১
১১.	ফকরুল আকম সেলিম গং, বাড়ি ৪৮, রোড ৭, ব্লক নং-খ, পিসিকালচার হাউজিং, আদাবর, ঢাকা।	২৩৩/১৬	২৬৭.৭১ বঃমি:	১০.৬৮	৩.৬৩	৬২.৫%	<u>২৬৬.৮৩X৩.৭৫</u> ২৬৬.৮৩X৬২.৫%=৫.৮১+১=৭	৭	৮	১
১২.	মোঃ শরিফুর রহমান গং, সাং-পাচোড়া বড়বাড়ি, শংকুচাইল, কুমিল্লা।	১৬১/১৬	২০৩/৩২ বঃমি:	৬.১০	৩.৫০	৬৫%	<u>১৯১.২৫X৩.৫০</u> ১৯১.২৫X৬৫%=৫.৩৮+১=৬	৬	৭	১
১৩.	মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাং-পাচড়া, বুড়িচং, কুমিল্লা	১৬২/১৬	২০৩/৩৪ বঃমি:	৯.১৪	৩.৫০	৬৫%	<u>১৬৭.২৬X৩.৫০</u> ১৬৭.২৬X৬৫%=৫+১=৬	৬	৭	১
১৪.	মোঃ আবুল খায়ের গং, সাং-ধনপুর, জয়াহাট, সোনাইমুরী, নোয়াখালী	১৯৪/১৬	৩৩৩.৩৮ বঃমি:	২.৫০	২.০০	৬৫%	<u>৩৩৪.৪৭X২</u> ৩৩৪.৪৭X৬২.৫%=৩.০৭+১=৪	৪	৭	৩
১৫.	কাজী মোঃ মনির হোসেন গং, এফ-১১/১৬, সিএএবি, স্টাফ কোয়ারটার, কাওলা, ঢাকা।	৩৮/১৭	১৭.৭২ শতাংশ	৬.১০	৩.৫০	৬২.৫%	<u>৩২৯.৮৮X৩.৫</u> ৩২৯.৮৮X৬২.৫%=৫.৬+১=৭	৭	৮	১
১৬.	মোঃ তমিজ উদ্দিন সরকার, আশকোনা, দক্ষিণখান মেডিকেল রোড, উত্তরা, ঢাকা।	১৭৫/১৬	৬৪৩.৯০ বঃমি:	৪.৫৭	৪.৪	৬০%	<u>৫৮৮.২৭X৪.৪</u> ৫৮৮.২৭X৬০%=৭.৩৩+১=৮	৮	১০	২
১৭.	মোঃ নূর উদ্দিন আহমেদ, ১৪০/১, কলেজ পাড়া কমিশনার রোড, পূর্ব জুরাইন, ঢাকা	২৭/১৭	৪.১২ কাঠা	৬.১০	৩.৬৮	৬২.৫%	<u>১২৬.০৩X৩.৬৮</u> ১২৬.০৩X৬২.৫%=৫.৪+১=৬	৬	৭	১

পরিশিষ্ট- ২১(৬)
অনুচ্ছেদ-২১

জোন-৫ এর অধীন FAR Calculation ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী প্রাপ্য উচ্চতা তলার চেয়ে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার অনুমোদন :

ক্রমিক নং	ভবনের মালিকের নাম ও ঠিকানা	নথি নম্বর ও জমির পরিমাণ	রাস্তার পরিমাণ (মি:)	FAR (মি:)	MGC %	উচ্চতা/তলা প্রাপ্যতার হিসাব	প্রাপ্য তলা	প্রদত্ত তলা	অতিরিক্ত তলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
১	সুরাইয়া সুলতানা বেগম গং, ১/সি, ব্লক-ই, আসাদ এভিনিউ, মোঃ পুর, ঢাকা।	৪৫/১৭ ৬.০৫ শতাংশ	৯.১৪	৩.৭৫	৬২.৫%	২৪৪.৯৫ X ৩.৭৫ ২৪৪.৯৫X ৬২.৫%=৭	৭	১০	৩
২	মিসেস সালমা রহমান, ২১/২ নূর ফাতেহ লেন, লালবাগ, ঢাকা	২৩৩/১৬ ৬.৮০ শতাংশ	৮.১৫	৩.৭৫	৬২.৫%	২৭৫.০০X ৩.৭৫ ২৭৫.০০ X ৬২.৫%=৭	৭	৯	২
৩	মিসেস প্রতিমা সেন গং, ৭/৫, ব্লক-এ, লালমাটিয়া হা/এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	০৬৬/১৭ ৫ কাঠা	৯.১৪	৩.৭৫	৬২.৫%	৩৩২.৩২ X ৩.৭৫ ৩৩২.৩২ X ৬২.৫%=৭	৭	১০	৩
৪	মোবাশ্বেরা বেগম গং, ১/ই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।	০৮৭/১৭ ১৫.৫০ শতাংশ	৬.১০	৪.৩৭	৫৭.৫%	৬.১২.৭৫ X ৪.৩৭ ৬১২.৭৫ X ৫৭.৫%=৮	৮	৯	১
৫	মিসেস ফাতেমা মাহবুব গং, ৬ নং লেন দত্ত রোড, বকশিবাজার, ঢাকা	৪৩/১৭ ৩৪৮.১৬ বঃমি:	৬.১০	৩.৭০	৬২.৫%	৩৩০.৫০ X ৩.৭০ ৩৩০.৫০ X ৬২.৫%=৭	৭	১০	৩
৬	জাহান আফরোজ গং, ৯৭ নতুন পল্টন লাইন, লালবাগ, ঢাকা।	০৩৭/১৭ শতাংশ	৬.১০	৪.২০	৬০%	৫২০.১৯ X ৪.২০ ৫২০.১৯ X ৬০%=৭	৭	১০	৩
৭	সিরাজুল ইসলাম, ১৬/৫, লেক সাকার্স কলাবাগান, ধানমন্ডি, ঢাকা।	৬৯/১৭ ০৫৩৬ অযুতাংশ	১০.৩০	৩.৬৬৫	৬২.৫%	২০১.৬৪ X ৩.৬৬৫ ২০১.৬৪ X ৬২.৫%=৭	৭	৮	১

জোন-৬ এর অধীন FAR Calculation ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী
প্রাপ্য উচ্চতা তলার চেয়ে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার অনুমোদন:

ক্রমিক নং	ভবনের মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম ও নথি নম্বর	জমির পরিমাণ (বঃমি:)	রাস্তার পরিমাণ (মি:)	FAR (মি:)	MGC %	উচ্চতা/তলা প্রাপ্যতার হিসাব	প্রাপ্য তলা	প্রদত্ত তলা	অতিরিক্ত তলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	মোঃ আবুল বাশার ভূইয়া, দাগ নং-৪৭৭১ অংশ, মৌজা-মাতুয়াইল	১২/১৭	৩৩৬.৪৮	৬.১০ মি:	৩.৬০	৬২.৫%	৩২৬.০৭ X ৩.৬০ ৩২৬.০৭X ৬২.৫% =৭+১=৮	৮	৯	১
২	মিসেস রওশন আরা দাগ নং-৫১৩৪ (অংশ), মৌজা-মাতুয়াইল।	৫০/১৭	৬৩১.০১	৬.১০	৪.২০	৬০%	৫৯৫.৭৭ X ৪.২০ ৫৯৫.৭৭X ৬০% =৮+১=৯	১০	৯	১
৩	বাবুল ও রফিকুল ইসলাম, প্লট-১৭২, ব্লক-বি, খিলগাঁও প্র/এ	৪৭১/১৬	৩০১.১১	১০.৯৭	৩.৭৫	৬২.৫%	৩০১.১১ X ৩.৭৫ ৩০১.১১X ৬২.৫% =৬+১=৭	৭	১০	৩
৪	মোঃ মাহতাব উদ্দিন মিয়া গং, দাগ নং-৫৩৪, পশ্চিম রাজারবাগ	৩০৬/১৭	২৯৭.১৪	৬.১০	৩.৭০	৬২.৫%	২৬৪.১১ X ৩.৭০ ২৬৪.১১X৬২.৫% =৬+১=৭	৭	৯	২
৫	মোস্তফা হেলাল কবির গং, দাগ-৩৫,৯৪,১০২ অংশ, ওয়ারী সূত্রাপুর	৪২৩/১৬	২৮৮.৪৪	৬.১০	৩.৬০	৬২.৫%	৩২৬.০৭X ৩.৬০ ৩২৬.০৭X৬২.৫% =৫.৭৬+১=৬.৭৬	৭	৮	১
৬	বরকত উল্লাহ গং, দাগ-১৭৫৭ (অংশ), দনিয়া	৫১৮/১৬	৩৬৪.১৪	৩.৫০	৩.৮৪	৬২.৫%	৩২৭.৩০X ৩.৮৪ ৩২৭.৩০X৬২.৫% =৭.১৪+১=৮	৮	১০	২
৭	সেলিনা আক্তার গং, প্লট-প-১১, পি-	৫১৩/১৬	৩৭০.৭০		৩.৮০	৬০%	৩৬৩.০১ X ৩.৮০	৭	১০	৩

ক্রমিক নং	ভবনের মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম ও নথি নম্বর	জমির পরিমাণ (বঃমি:)	রাস্তার পরিমাণ (মি:)	FAR (মি:)	MGC %	উচ্চতা/তলা প্রাপ্যতার হিসাব	প্রাপ্য তলা	প্রদত্ত তলা	অতিরিক্ত তলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	১২, খিলগাঁও, এলাকা						৩৬৩.০১X ৬০% =৬.৩৩+১=৭			
৮	মোঃ বজলুর রহমান, দাগ-৩৮৪ (অংশ), দনিয়া।	৭৭/১৭	৩৩২.১৯	৬.১০	৩.৮৫	৬২.৫%	২৬৪.০৩ X ৩.৮৫ ২৬৪.০৩X ৬২.৫% =৬.১৬+১=৭	৭	৯	২
৯	মোঃ ইসহাক মিয়া গং, দাগ-৪৫০ অংশ, রাজারবাগ	৫০/১৭	৩৩৭.১২	৯.১৫	৩.৭৫	৬২.৫%	২৮১.৮১ X ৩.৭৫ ২৮১.৮১X ৬২.৫% =৬+১=৭	৭	১০	৩
১০	আলহাজ্ব শেখ মোঃ জালাল উদ্দিন গং, প্লট-১০৭, ব্লক নং-বি, খিলগাঁও আ/এ	৫৪/১৭	৫৬৬.১৬	১২.১৯	৪.২৫	৬০%	৫৬৬.১৬ X ৪.২৫ ৫৬৬.১৬X ৬০% =৭+১=৮	৭	১০	৩
১১	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন জালাল গং, প্লট-৬, ব্লক-এল, রাস্তা নং-১২, মেরাদিয়া, ইঃহাঃ, বনশ্রী।	১৪৮/১৭	২০০.৬৪	৭.৭২	৩.৫০	৬২.৫%	১৯২.৩১ X ৩.৫০ ১৯২.৩১X ৬২.৫% =৩+১=৪	৪	৮	৪
১২	কে এম মাহমুদুর রহমান, দাগ-৪৫৮, বড় মগবাজার	১৪৪/১৭	৪৫৭.০০	৬.৫৫	৩.৭৫	৬০%	৪৫৭ X ৩.৭৫ ৪৫৭X ৬০% =৬.২৫+১=৭	৭	৯	২
১৩	মোঃ মজিবুর রহমান মোল্লাগং, আরএস দাগ-৭২৬২ (অংশ), মাতুয়াইল।	৯২/১৭	৪৫৩.৬০	৩.৭৫	৪.০৫	৬০%	৪১২.৭৯ X ৪.০৫ ৪১২.৭৯X ৬০% =৬.৭৫+১=৮	৮	১০	২

পরিশিষ্ট- ২১(৮)
অনুচ্ছেদ-২১

জোন-৭ এর অধীন FAR Calculation ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী প্রাপ্য উচ্চতা তলার চেয়ে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার অনুমোদন :

ক্রমিক নং	ভবন মালিকের নাম ও ঠিকানা	নথি নম্বর ও জমির পরিমাণ বর্গ মিটার	রাস্তার পরিমাণ (মি:)	FAR (মি:)	MGC %	উচ্চতা/তলা প্রাপ্যতার হিসাব	প্রাপ্য তলা	প্রদত্ত তলা	অতিরিক্ত তলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
১	মোঃ রমজান আলী, ৩০ নং আশুগঞ্জ লেন, কাঠেরপুল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	১৮/১৭	৮০৮ অযুতাংশ	৩.৭০	৬২.৫%	<u>২৮৯.৩৬ X ৩.৭০</u> ২৬৯.৩৬X ৬২.৫%=৬+১=৭	৭	৯	২
২	মুসলিম গং, ১১০, লালমোহন সাহ স্ট্রীট, সুত্রাপুর, ঢাকা।	২৮/১৭	১১.৪৮ শতাংশ	৩.৯৫	৬০%	<u>৪১৮.৩৫ X৩.৯৫</u> ৪১৮.৩৫X ৬০%=৭+১=৮	৮	১০	২
৩	মোঃ আরাফ আহমেদ গং, ২৪/এ, টিপু সুলতান রোড, সুত্রাপুর, ঢাকা।	২৩/১৭	১১.৪৮ শতাংশ	৪.০০	৬০%	<u>৪৬৪.৭৫ X৪.০০</u> ৪৬৪.৭৫X ৬০%=৭+১=৮	৮	১০	২
৪	আফরোজা শহিদ, ৫৩ মনির হোসেন লেন, ওয়ারি, ঢাকা।	৭০/১৭	৬.০৫ শতাংশ	৩.৭৫	৬৫%	<u>১৮৮.৩৫ X ৩.৭৫</u> ১৮৮.৩৫X ৬৫%=৬+১=৭	৭	৮	১
৫	মোঃ সালাউদ্দিন গং, ৭৫ নং নারিন্দা রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।	৫৮/১৭	৯.৫৪ শতাংশ	৪.০৫	৬০%	<u>৩৪৮.২২ X৪.০৫</u> ৩৪৮.২২X ৬০%=৭+১=৮	৮	১০	২
৬	আনছারী বেগম, ২৪ নং রাজারদেউরী, কোতয়ালী, ঢাকা।	২৪/১৭	৪.৮ শতাংশ	৩.৫৫	৬৫%	<u>১৫৬.২০ X৩.৫৫</u> ১৫৬.২০X ৬৫%=৫.৪৬+১=৬	৬	৮	২
৭	মাসুদ রানা, ২০/৪/বি, দোলাইপাড়, শ্যামপুর, ঢাকা।	১১৭/১৬	৫.২ শতাংশ	৩.৫৫	৬৫%	<u>১৭৯.৩৬ X৩.৫৫</u> ১৭৯.৩৬X ৬৫%=৫.৪৬+১=৬	৬	৭	১
৮	মোঃ আব্দুল হালিম হাওলাদার গং, আরএস-৭২৮৪ (অংশ), কোতয়ালী, ঢাকা।	০৬/১৭	৭.৩২ শতাংশ	৩.০০	৬২.৫%	<u>২৪৪.৪৬ X ৩.০০</u> ২৪৪.৪৬X ৬২.৫%=৪.৮০+১=৬	৬	৯	৩

জোন-৮ এর অধীন FAR Calculation ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী প্রাপ্য উচ্চতা তলার চেয়ে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উচ্চতা তলার অনুমোদন:

ক্রমিক নং	ভবন মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম ও নথি নম্বর	জমির পরিমাণ (বঃমি:)	রাস্তার পরিমাণ (মি:)	FAR (মি:)	MGC %	উচ্চতা/তলা প্রাপ্যতার হিসাব	প্রাপ্য তলা	প্রদত্ত তলা	অতিরিক্ত তলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	রিয়াজুল হক গং, ছোট গদাইরচর, মাধবদী, নরসিংদী।	৮/২ ১০৯/১৬	৩০১.৯০	৯.১৫ ৬.৭০	৩.৭৫	৬২.৫%	<u>৩০১.৯০ X ৩.৭৫</u> ৩০১.৯০X ৬২.৫% =৬+১=৭	৭	৮	০১
২	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন গং, নরজি ভিলা, গিরিধারা, পো-তুষারধারা, কদমতলী, ঢাকা।	৮/১ ১০৮/১৭	২৭৪.৯৪	৪.৮৮	৩,০০	৬২.৫%	<u>২৭৪.৯৪X ৩.৫০</u> ২৭৪.৯৪X ৬২.৫৬% =৫.৬০+১	৬.৬০	৮	১.৪০
৩	দেওয়ান তানভীর রহমান, ৩৩/১৪ নং ইশাখা রোড, নারায়ণগঞ্জ।	৮/২ ০৮৭/১৬	২৫৭.৩০	৪.৮৮	৩,৫০	৬২.৫%	<u>২৫৭.৩০ X ৩.৫</u> ২৫৭.৩০ X ৬২.৫৬% =৫.৬০+১	৬.৬০	৮	১.৪০
৪	মোঃ শফিকুর রহমান এর নিযুক্তিয় আম মোক্তার মোঃ কাইয়ুম হোসেন, ৫৩৪, বনখালা স্কুল রোড, দনিয়া।	৮/১ ০৬৬/১৭	৩৮২.৬৪	৩.৬৬	৩,৭৫	৬০%	<u>৩৮২.৬৪ X ৩.৭৫</u> ৩৮২.৬৪ X ৬০% =৬.১৫+১	৭.১৫	১০	২.৮৫
৫	মোঃ ইয়াছিন খান গং, ১১৪ দারোগা বাড়ী রোড, জুরাইন, কদমতলী, ঢাকা।	৮/১ ১৩৯/১৬	৩৪৭.০১	৪.২৬	৩,৭৫	৬০%	<u>৩৪৭.০১ X ৩.৭৫</u> ৩৪৭.০১ X ৬০% =৬.২৫+১	৭.২৫	৯	১.৭৫

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) এর আওতাধীন এস্টেট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর আইন/১৯৯১ অনুযায়ী প্লট হস্তান্তর ফি ও অন্যান্য ফি এর বিপরীতে ভ্যাট আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	প্লট/ফ্ল্যাট আই ডি নং	আদায়কৃত ফি এর বিবরণ	আদায়ের তারিখ	টাকার পরিমাণ	আদায়যোগ্য ভ্যাট এর পরিমাণ (১৫% হারে)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	জবাব তৌহিদুল আলম চৌধুরী	কর্ণফুলী /আ/ প্রকল্প ৪১৭/এ	হস্তান্তর ফি	১৫-৬-১৪খ্রি:	৫,২৫,০০০/-	৭৮,৭৫০/-	
২	বেঙ্গল ফিস এর ফ্রেগনেন্স এক্সপোর্ট লিঃ	ফৌজদার হাট সাগরিকা, বি/এ- ৬৮ ডি	বিভাজন ফি হস্তান্তর ফি এনওসি ফি	২০-৫-১৪ খ্রি: ২৪-৯-১৪ খ্রি: ৯-৭-১৫ খ্রি:	৫০,০০০/- ১,০৩,৪৫,৫০০/- ৩৪,২০০/-	৭,৫০০/- ১৫,৫১,৮২৫/- ৫,১৩০/-	
৩	মোঃ মাহবুবুল আলম	ফৌজদার হাট (সাগরিকা) এফ	হস্তান্তর ফি	২৪-৯-১৪ খ্রি: ২৪-৯-১৪ খ্রি:	২,৫৫,৫১০/- ৪৫,০৯০/-	৩৮,৩২৭/- ৬,৭৬৪/-	
৪	সী মার্ক (বিডি) লিঃ	ফৌজদার হাট (সাগরিকা) ৫১ এ	এনওসি ফি	১৮-১২-১৪ খ্রি:	৬০,৬০০/-	৯,০৯০/-	
৫	মিসেস নাছরিন আক্তার	কল্পলোক (২য়) ই/৭৫	হস্তান্তর ফি	০১-৩-১৫ খ্রি:	৫,৬৮,৮০০/-	৮৫,৩২০/-	
৬	আমিতাভ চৌধুরী টিটু	কাতালগঞ্জ- ৩৪ (ডি)	হস্তান্তর ফি	১-৪-১৫ খ্রি:	১,৪৩,৯০০/-	২১,৫৮৫/-	
		কাতালগঞ্জ- ৫ (ডি)	হস্তান্তর ফি				
		কাতালগঞ্জ- ৪ (ডি)	হস্তান্তর ফি	১-৪-১৫ খ্রি:	১,৭০,০৭৫/-	২৫,৫১২/-	
		কাতালগঞ্জ- ৪ (ডি)	হস্তান্তর ফি	১-৪-১৫ খ্রি:	১,০৮,৯৫০/-	১৬,৩৪৩/-	
		কাতালগঞ্জ- ৩ (ডি)	হস্তান্তর ফি	১-৪-১৫ খ্রি:	১,০৮,৯৫০/-	১৬,৩৪৩/-	
		কাতালগঞ্জ- ৫ (ডি)	হস্তান্তর ফি	৫-৩-১৪ খ্রি:	১,০৮,৯৫০/-	১৬,৩৪৩/-	
		কাতালগঞ্জ- ২ (ডি)	হস্তান্তর ফি	১৭-৯-১৩ খ্রি:	১,০৮,৯৫০/-	১৬,৩৪৩/-	
		কাতালগঞ্জ- ১ (ডি)	হস্তান্তর ফি	১৭-৯-১৩ খ্রি:	১,৭০,০৭৫/-	২৫,৫১২/-	
৭	অমিতাভ চৌধুরী টিটু	পাতাল গঞ্জ ৩৪ (ডি) ফ্ল্যাট নং- সি- ১	হস্তান্তর ফি	১৭-৯-১৩ খ্রি:	১,০৮,৯৫০/-	১৬,৩৪৩/-	
৮	মোঃ রেজাউল করিম	চান্দগাঁও আ/এ- ৯৮ ফ্ল্যাট নং- এ- ৪ ফ্ল্যাট নং- এ- ৬ ফ্ল্যাট নং- এ- ৪		২৪-১১-১৫ খ্রি: ১১-১০-১৫ খ্রি: ২-৩-১৫ খ্রি:	৫৫,০০০/- ১,৬৫,৪০০/- ৯৫,০০০/-	৮,২৫০/- ২৪,৮১০ ১৪,২৫০	

ক্রমিক নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	প্লট/ফ্ল্যাট আই ডি নং	আদায়কৃত ফি এর বিবরণ	আদায়ের তারিখ	টাকার পরিমাণ	আদায়যোগ্য ভ্যাট এর পরিমাণ (১৫% হারে)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		ফ্ল্যাট নং- এ- ৪		২-৩-১৫ খ্রি:	৫৫,০০০/-	৮,২৫০	
৯	মোঃ মাহফুজুর রহমান	.... ডি- ৪৬		২২-৪-১৫ খ্রি:	২৫,৬০,০০০/-	৩,৮৪,০০০/-	
১০	আব্দুল গনি গং	কল্পলোক (২য়) এফ/ ৪৩৮	হস্তান্তর ফি	৫-১-১৫ খ্রি:	৪,০০,০০০/-	৬০,০০০/-	
১১	আবু ছিদ্দিক মাঃ মমতাজ মিয়া বিবি হাজারা গং মোঃ ইলিয়াস মিয়া	ফৌজদার হাট (সাগরিকা) ষ্টিটল্যাব		৬-১০-১৫ খ্রি:	৩,৫৫,২০০/- ৩,৫৫,২০০/- ৩,৫৫,২০০/- ৩,৫৫,২০০/-	৫৩,২৮০/- ৫৩,২৮০/- ৫৩,২৮০/- ৫৩,২৮০/-	
১২	আলহাজ্জ মুজিবুর রহমান	ফৌজদার হাট (সাগরিকা) সি/এ বি-১	-	২০-৭-১৪ খ্রি:	১৫,০০০/-	২,২৫০/-	
১৩	সাবিবর আহম্মেদ	চন্দ্রিমা আ/এ- ১৬৭	এনওসি- ফি	৩-১২-১৪ খ্রি:	১০,০০০/-	১,৫০০/-	
১৪	মোহাম্মদ তৌহিদ	কল্পলোক (২য়) এফ- ৬৩০	হস্তরশিদ	২৪-২-১৬ খ্রি:	৭,১৬,৮০০/-	১,০৭,৫২০/-	
১৫	সাহাবুদ্দিন চৌধুরী	সলিমপুর ঘ/এ- ৬৯০	এনওসি ফি	৭-৪-১৫ খ্রি:	১০,০০০/-	১,৫০০/-	
১৬	গেস্নারি ইন্ডাঃ লিঃ	ষোল শহর .../এ -৭(এ)	এনওসি ফি	১৬-১০-১৪ খ্রি:	৩০,২৪০/-	৪,৫৩৬/-	
১৭	মোহাম্মদ নজরুল আখেল	সলিমপুর অ/এ- ৩০২	হস্তান্তর ফি	২০-৫-১৪ খ্রি:	৪,৪০,০০০/-	৬৬,০০০/-	
১৮	মোমেনা ফারমহান গং	সলিমপুর অ/এ- ২৪৯	নামজারি ফি	২৬-১-১৫ খ্রি:	২৫,০০০/-	৩,৭৫০/-	
১৯	নাছিমা আক্তার গং	অনন্যা- ডি/ ৩৭৪	হস্তান্তর ফি	২৪-১১-১৬ খ্রি:	১৫,০০০/-	২,২৫০/-	
২০	মোঃ এনামুল হক	কল্পলোক (২য়) জি- ৪৫৭		১১-১০-১৫ খ্রি:	৪,০০,০০০/-	৬০,০০০/-	
					মোট =	২৮,৯৯,০১৬/-	

কথায় : আটাশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার ষোলো টাকা।

(মোঃ সাইফুর রহমান)
মহাপরিচালক
গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

তারিখ: ০১/১১/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৪/০২/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ